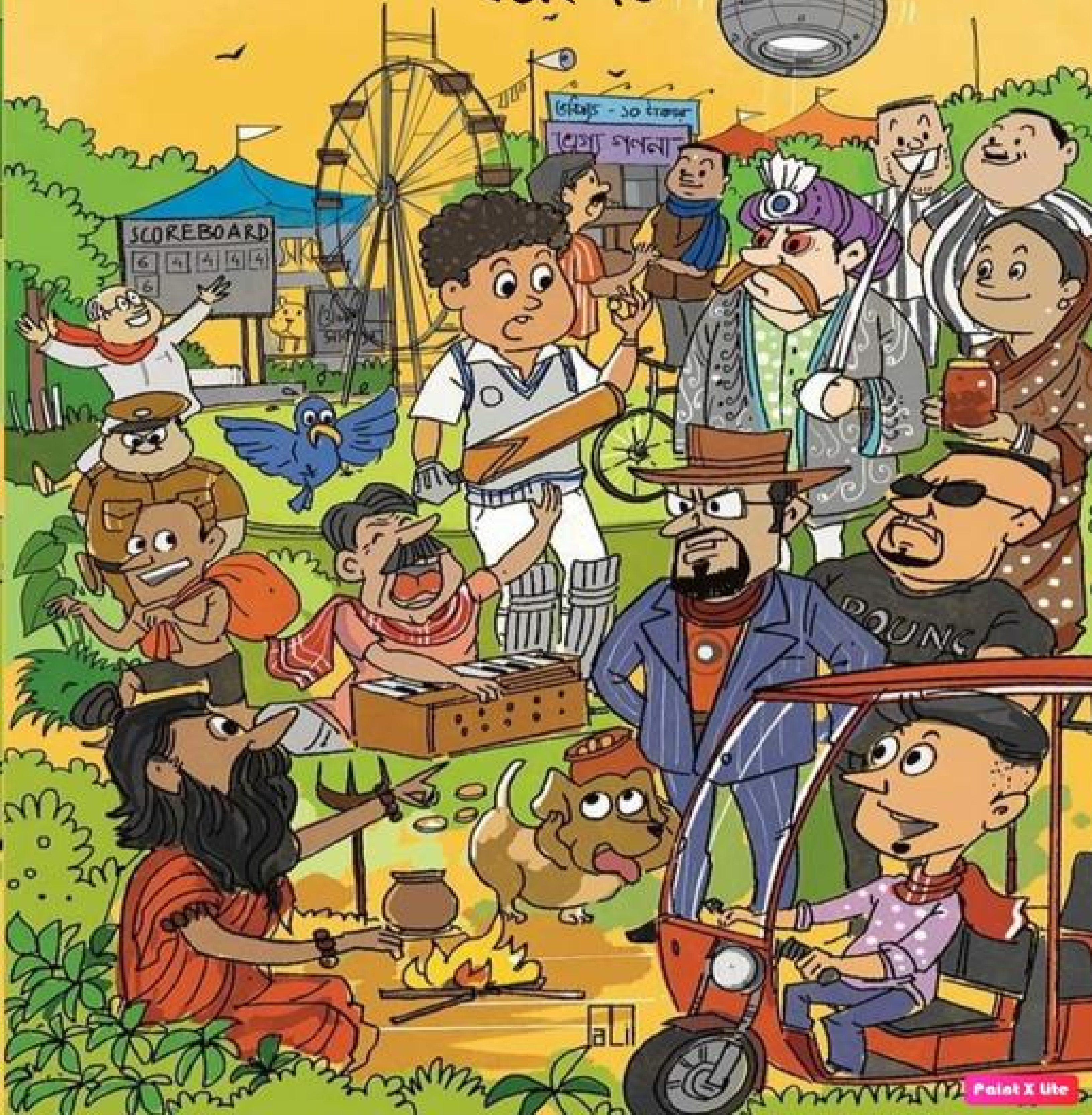
গোলোকপুরের পরশপাথর

অভীক দত্ত



গোলোক পুরের পরশ পাথর

অভীক দত্ত

আদরের নৌকা

গোলোক পুরের পরশ পাথর

প্রচ্ছদ- মাহফুজ আলি (মালি)

https ://iwrite.app

ভূমিকা

ভুবনপুর।
শুনশান নিশুতি রাত। স্টেশনটা প্রত্যন্ত গ্রামের এক গুরুত্বহীন হল্ট স্টেশন। সারাদিনে দু একটা ট্রেন এসে দাঁড়ায়।
টিমটিমে আলো জ্বলছে প্ল্যাটফর্মের এক কোণে। বাকি স্টেশন একবারে অন্ধকার।
ভোর চারটে বাজে। হঠাৎই স্টেশনের নিস্তব্ধতাকে চিরে একটা ট্রেন এসে দাঁড়াল।
এই ট্রেনের স্টেশন ভুবনপুর নয়।
এই মেল ট্রেনটা সিগনাল পায় নি। কোন যাত্রী নামার কথাও না।
মিনিট পাঁচেক দাঁড়িয়ে রইল ট্রেনটা।
সিগনাল সবুজ হতেই হুইসল দিল।
ট্রেন নড়তে শুরু করতেই মাঝের একটা কামরার দরজা খুলে গেল।
একটা লম্বা মত লোক ট্রেন থেকে প্ল্যাটফর্মে নামল।
তার পরনে জরির কাজ করা রাজপোষাক।
কুলি রামরিখ বেঞ্চিতে শুয়ে ছিল।
চোখ খুলে লোকটার হাতে কোন মাল পত্র নেই দেখে আবার চোখ বন্ধ করল।
পরক্ষণেই তার প্রবল একটা অস্বস্তি হল।
লোকটার মুখটা... আদৌ কি লোকটার কোন মুখ আছে?
রামরিখ চোখ খুলতে দেখতে পেল লোকটা হাঁটতে হাঁটতে স্টেশনের বাইরে যাচ্ছে।
তার বুক দুরুদুরু করছিল।
সে উঠে বসতে দেখতে পেল তার পায়ের কাছে কিছু একটা চকচক করছে।
ঝুঁকে পড়ে সেটা তুলে দেখল একটা মোহর!
সে কোনদিন এত সুন্দর জিনিস দেখে নি। এই অন্ধকারেও জিনিসটা কেমন চকচক করছে। চোখ ঝলসিয়ে দিচ্ছে, মন শান্ত করে দিচ্ছে। কী অদ্ভুত, কী সুন্দর এই মোহর!
রামরিখ অবাক বিস্ময়ে সেটার দিকে তাকিয়ে রইল।
লোকটার কথা আর তার মাথাতেই এলো না।

১
এবারেও শূন্য রানে আউট হয়ে গেল গৌরীনাথ। খুব এলেবেলে বল ছিল।
অফস্ট্যাম্পের বাইরে হাফ ভলি। যখন ফর্মে ছিল, এই বলকেই অবলীলায় মাঠের বাইরে পাঠিয়েছে। এবার সেসব কিছুই হল না। বলটা দেখে সে এতটাই আত্মবিশ্বাসী হয়ে পড়েছিল, খুব জোরে মারতে গেল। কী থেকে যে কী হয়ে গেল, বলটা ব্যাটের ভেতরের দিকে লাগল। পরমুহূর্তেই সে বুঝতে পারল অফস্ট্যাম্পটা আহত হয়েছে, এবং তার উইকেটটি নিহত।
মাথা নাড়তে নাড়তে ফিরে এসে গেমস টিচার শিশিরবাবুর সামনে পড়ে গেল সে। শিশিরবাবু রাগী গলায় বললেন, "এটা কী করলি তুই? মন কোথায় ছিল এবারে? এই বলে কেউ আউট হয়? ওদের ওই বোলারটা লাস্ট তিন বছর একটা উইকেটও পায় নি। এবার কী আনন্দ করছে দেখ"।
বাস্তবিকই তাই। সে বাউন্ডারির বাইরে চলে এসেছে অথচ ছেলেটা এখনও লাফিয়ে যাচ্ছে। সারাদিন ফিল্ডিং করে ব্যাট করতে নেমে প্রথম বলেই আউট। দলের বাকিরা তার দিকে করুণা মিশ্রিত বিদ্রূপের চোখে তাকিয়ে আছে। দলের ক্যাপ্টেন একটার পর একটা ম্যাচে শূন্য রানে আউট হয়ে যাচ্ছে।
গৌরীনাথ স্যারকে বলল, "স্যার, বাড়িতে কাজ আছে। আমি বরং চলে যাই। আর ক্যাপ্টেন্সিটা এখন থাক বরং"।
শিশিরবাবু গজগজ করতে করতে বললেন, "হ্যাঁ, আর থেকেই বা কী করবি? কত আশা ছিল তোর উপরে। আমি ভেবেছিলাম তুই ইন্ডিয়া খেলবি। এখন তো মনে হচ্ছে তোকে স্কুলের টিম থেকেই বাদ দিতে হবে। ক্যাপ্টেন্সি তো দূরের কথা"।
গৌরীনাথ আর থাকল না। তারও মন খারাপ হয়ে গেছিল। মাথা নিচু করে মাঠ থেকে বেরিয়ে গেল।
কিছুক্ষণ চুপ করে সাইকেল নিয়ে দাঁড়িয়ে থেকে বাড়ির দিকে রওনা দিল।
বাউন্ডারির বাইরে রামখিলন গোয়ালার মহিষেরা শুয়ে আছে। তার দিকে জুল জুল করে তাকালো। অন্যদিন হলে গৌরীনাথ তাদের আদর করে দিত। আজ মন এতটাই খারাপ ছিল যে সেসব কিছুই করল না। জোরে প্যাডেল করতে শুরু করল।
ঠিকই তো! তার কী যেন হয়েছে। সারাদিন ধরে সে প্র্যাকটিস করে যাচ্ছে অথচ মাঠে নামলেই গোল্লা। সব কিছুই কেমন এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে।
শীতের দুপুরের রোদ হলেও রোদটা মোটেই নরম নয়। বরং তেজটা ভালোই জানান দিচ্ছে। পাড়ার রাস্তায় বাচ্চারা ডাং গুটি খেলছে। অন্য দিন হলে গৌরীনাথ নিজেও খেলতে নেমে যেতো। এদিন নামল না। তাকে সবাই কত করে ডাকল, তাদের কথা গৌরীনাথ যেন শুনতেই পেল না।
রুনু পিসি বাড়ির সামনে আচার শুকাতে দিয়েছে। সাইকেল দাঁড় করিয়ে উদাস মনে আচারের বয়ামে হাত বাড়াতেই কোত্থেকে রুনু পিসি দৌড়ে এলো, "কী রে, তোদের জন্যই তো করি। এগুলো এঁটো না করলেই নয়?"
গৌরীনাথ অন্যমনস্ক ভাবে বয়ামের ভিতর হাত ঢুকিয়ে খানিকটা আচার খাবলে নিয়ে মুখে পুরে বলল, "ভাল লাগছে না পিসি। এখন খুব মন খারাপ। বাধা দিও না তো"!
রুনু পিসি চিন্তিত মুখে বলল, "কী হয়েছে তোর? কেন মন খারাপ?"
গৌরীনাথ বলল, "আজকেও আমি শূন্য রানে আউট হয়ে গেলাম। কী যে হয়েছে কে জানে। এর পর তো স্কুল টিম থেকেই বাদ হয়ে যাবো"।
রুনু পিসি দুঃখী গলায় বলল, "তাহলে কী হবে তোর? তোর বাবার ইচ্ছের বিরুদ্ধে গিয়ে আমরা তোকে খেলতে পাঠালাম। এভাবে রোজ রোজ শূন্য রানে আউট হয়ে গেলে তোর বাবাকে আমরা কী উত্তর দেবো?"

আচারটাও কেমন তেতো লাগছিল তার। গৌরীনাথ বলল, "বাবা কবে ফিরবে যেন?"
রুনু পিসি বলল, "আর দিন পনেরো পরে। মেলা শেষ হবে আর তোর বাবাও এসে হাজির হবেন। এসে যেই শুনবে তুই স্কুলের টিম থেকে বাদ চলে গেছিস, নিশ্চয়ই তোর খেলা ছাড়িয়ে দেবে"।
গৌরীনাথ বলল, "তারপর আমাকে হোস্টেলে পাঠিয়ে দেবে। বলবে পড়াশুনা করে যা। খেলাধুলো বন্ধ। নইলে কিচ্ছু হবে না"।
রুনু পিসি বলল, "তোকে কি স্যার আর একটাও সুযোগ দেবে না?"
গোরীনাথ বিষণ্ণ গলায় বলল, "না মনে হয়। আমার কপালে ওই হোস্টেলই নাচছে"।
রুনু পিসি বলল, "আমি বলি কী, তুই একবার গবা তান্ত্রিকের কাছে গিয়ে দেখ। গবা অনেক রকম মন্ত্র জানে, কারা নাকি বলে, গবা খুব ভাল বশীকরণও করতে পারে। আমার সঙ্গে যাবি?"
গৌরীনাথ রেগে গিয়ে গলল, "না, এসব বুজরুকির মধ্যে আমি নেই। এসব বিশ্বাস কর কেন?"
রুনু পিসি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, "এই জন্য আমি তোকে বলতে চাইনি। ঠিক আছে বাবা। হাত মুখ ধুয়ে আয়। ভাত বেড়ে দি। খেয়ে নে। ক'দিন ধরে ভাল করে খাওয়া দাওয়াও করছিস না। সারাক্ষণ শুধু রান পাচ্ছি না, রান পাচ্ছি না বলে চলেছিস। এভাবে শরীরটা থাকবে না বাপু। যা তো, দেরী করিস না"।
দীর্ঘশ্বাস ফেলে গৌরীনাথ কুয়োর দিকে রওনা দিল। দু মাস আগেও সে ইন্টারস্কুল টুর্নামেন্টে সেঞ্চুরি করেছিল। তাও মাত্র আশি বলে। পাশের গ্রামের স্কুলের হেডমাস্টারমশাই তার ব্যাটিং স্টাইলের ভূয়সী প্রশংসা করে বলেছিলেন, "আহা, কী দেখিলাম! জন্ম জন্মান্তরেও ভুলিব না। এমন ছেলের কাছে ম্যাচ হেরেও সুখ। যেন খোদ গাভাসকারকে দেখলাম। কী অনবদ্য ব্যাটিং! কতদিন পর এমন একটা ছেলে চোখে পড়ল। শোনো ছোকরা, তোমার যদি মনে হয় তুমি আমাদের স্কুলে ভর্তি হবে, এনি ডে চলে আসবে। তোমার পঠন পাঠন সব বিনামূল্যে হবে"।
তাদের স্কুলের প্রধান শিক্ষক বিদ্যাপতিবাবু বেজায় রেগে গেলেন। কেন তার স্কুলের গর্বকে খর্ব করার চেষ্টা হবে? তুমুল ঝামেলা শুরু হয়ে গেছিল।
সেসবই এখন অতীত।
পাড়ার মোড়ে মাইক বাজছে। মেলা হবে। কত লোক আসবে। অন্য সময় হলে সে মেলার জন্য খুব খুশি হত। এখন মনে কোন খুশিই যেন আসছে না। খেতে বসে মনের ভুলেই যে দু থালা ভাত খেয়ে ফেলল। হাত মুখ ধুয়ে
সাইকেল নিয়ে পোড়ো বাড়ির জঙ্গলে গিয়ে বসে রইল সে। কবে রান পাবে আর? মা মারা যাবার পর বাবা হোস্টেলে ভর্তি করে দেবে, সব একবারে ঠিক হয়ে গেছিল। কোন মতে সেটাকে ঠেকিয়ে রেখেছিল রুনু পিসি।
ক'দিন পর সে যখন ক্রিকেট খেলতে শুরু করল, বাবা তো কিছুতেই মানবে না। কপালজোরে সে বারই সে পর পর তিনটে সেঞ্চুরি করেছিল। বিদ্যাপতিবাবু নিজে বাড়িতে এসে তার বাবাকে জোরাজুরি করেছিলেন, যার জেরে সে বারের মত হোস্টেলভর্তি আটকে গেছিল।
এখন বিদ্যাপতিবাবু আর কেন ওসব করতে যাবেন?
একা একা মনমরা হয়ে বসে রইল গৌরীনাথ।

২

"তাহলে তোমার মেলায় একটা দোকান লাগবে?"
গণপতিবাবু চশমার ফাঁক দিয়ে শম্ভুর দিকে তাকিয়ে কথাগুলো বললেন।

গণপতিবাবু এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তি। এবার মেলায় দোকান বিতরণের দায়িত্ব পেয়েছেন। শম্ভু ঠিক করেছে মেলা থেকেই সে তার জ্যোতিষ বিদ্যা জাহির করা শুরু করবে। গণপতিবাবু দোকান বিতরণের দায়িত্ব পেয়েছেন শুনে সে সটান গণপতিবাবুর বাড়িতে চলে এসেছে।

কয়েক বছরের মধ্যেই বিরাট বাড়ি হাঁকিয়ে ফেলেছেন গণপতিবাবু। আগে বাজারে ছোট একটা দোকান ছিল। এখন তার ব্যবসা ফুলে ফেঁপে একাকার। বড় এক খান ভুঁড়িও বাগিয়েছেন। তবে লোকে বলে গণপতিবাবু এখনও মানুষের ভাল করার চেষ্টাই করেন। তাই শম্ভুর মনের কোণে কিঞ্চিত আশা এখনও টিম টিম করে জ্বলছে।

শম্ভু মাথা নেড়ে বলল, "আজ্ঞে হ্যাঁ"।

গণপতিবাবু বললেন, "কীসের দোকান দেবে তুমি?"

শম্ভু বলল, "আজ্ঞে আমি হাত দেখি, মেলার মধ্যে তারই একটা ছোট চেম্বার মত খুলবো"।

গণপতিবাবু চোখ কপালে তুলে বললেন, "বটে! তুমি হাত দেখো? তা রাধাকান্তবাবুর থেকেও ভাল হাত দেখো নাকি হে?"

শম্ভু জিভ কেটে বলল, "না না। কী যে বলেন? অতো বড় জ্যোতিষী কি আর হতে পারবো? আমি শিক্ষানবিশ আর কী! চেষ্টা চরিত্তিরটুকুই করতে পারি"।

গণপতিবাবু বললেন, "না না। ওসব তুমি যাই কর, তার জন্য আলাদা দোকান দেওয়ার ব্যবস্থা করা যাবে না। তুমি একটা টিয়াপাখি আর শতরঞ্চি নিয়ে মাটিতেই বসে পড়বে না হয়। আলাদা দোকানঘরে কাজ নেই"।

শম্ভু বলল, "আজ্ঞে আমার টিয়াপাখি নেই"।

গণপতি বললেন, "তা যা আছে, তাই নিয়ে মাটিতে বসে পড়বে। আমি মেলার ছেলেদের বলে দেবো। যাও এখন, আমার অনেক কাজ"।

শম্ভু ব্যাজার মুখে উঠল। শতরঞ্চি পেতে মাঠে বসলে কি কেউ পাত্তা দেবে? দোকান না দিলে লোকে গুরুত্বই দেয় না। শুধু তাদের গ্রামের লোকই তো নয়, আশে পাশের গ্রামের লোকেরাও ভিড় করে মেলায় আসে। এত লোকের ভিড়ে যদি তাকে সেই মাঠেই বসতে হয়, তাহলে আর কী লাভ হবে? গণপতিবাবু কেমন চোখ ছোট ছোট করে তার দিকে তাকিয়ে আছেন। শম্ভু ফস করে বলে বসল, "কর্তাবাবু, আপনার হাতটা কি একটু দেখতে পারি?"

গণপতিবাবু বললেন, "তা দেখতে পারো, তবে তা বলে আলাদা দোকান দাবি করে বোস না বাপু। ভদ্রলোকের কিন্তু এক কথা। তোমার জন্য আলাদা কোন দোকান আমি দেবো না"।

শম্ভু মাথা নাড়ল, "না না। আপনার কথাই শিরোধার্য"।

গণপতিবাবু দু হাত এগিয়ে দিলেন তার দিকে। শম্ভু সে হাত দেখার আগে গণপতিবাবুর কপালের দিকে চোখ দিল।

কী সর্বনাশ! মেলার আগেই যে ভদ্রলোককে পুলিশে ধরে নিয়ে যাবে! তার চোখের সামনে স্পষ্ট ভেসে উঠছে ছবিগুলো। বেশি দিনের কথা না, দিন কয়েক হল সে দেখেছে মানুষের মুখের দিকে তাকালে সে ভবিষ্যৎ দেখতে পাচ্ছে। প্রথমে বিশ্বাস হচ্ছিল না।

পরে পাড়ার কয়েকজনের উপর পরীক্ষা করল। নিজেই অবাক হয়ে গেছিল প্রথমে। পরে যখন নিশ্চিত হল, ঠিক করল বেকার বসে না থেকে মানুষের ভবিষ্যৎ দেখার কাজই করা যাক। পাড়ার গজুখুড়ো বলে এ দৃষ্টি সবার থাকে না। যার থাকে, সে সত্যিই ভাগ্যবান। অন্যের ভাগ্য দেখার চোখ ঈশ্বর খুব কম লোককে দেন।

গণপতিবাবুর কপাল দেখে শম্ভু চমকে উঠল। গণপতিবাবু সন্দিগ্ধ গলায় বললেন, "কীহে, কী হল?"

শম্ভু বলল, "খুব ভাল হাত বাবু। আমি এখন আসি"।

গণপতিবাবু বললেন, “ভাল হাত মানে?”
শম্ভু বলল, “অনেক উন্নতি লেখা আছে”।
গণপতিবাবু বিরক্ত গলায় বললেন, “তা বলার জন্য আবার জ্যোতিষ লাগে নাকি? ও তো আমিই জানি। তুমি বাপু যাও তো। যত আজেবাজে বুজরুক সেজে চলে এলে জ্যোতিষী হবে বলে। এ কি অতো সোজা কাজ নাকি হে?”
শম্ভু আর দাঁড়াল না। ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।
মেলার মাঠে বাঁশ পড়ছে। বড় বড় গাড়ি এসে দাঁড়াচ্ছে। কত লোক আসছে, কত দোকান। দূর দূরান্তের লোক এসে জড়ো হচ্ছে মাঠে। চেনা জায়গাটাই অচেনা হয়ে যাবে আগামী ক'টা দিন।
শম্ভু সাইকেল রেখে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। এবার স্বপ্ন ছিল দোকান দেবে, স্বপ্নটা সত্যি হল না। মেলার জন্য আশে পাশের এলাকাসহ তাদের গ্রামের লোকেরা সারা বছর ধরে বসে থাকে। পসার জমাতে হলে এর থেকে ভাল জায়গা আর হয় না।
সে মাঠের মধ্যে হাঁটতে শুরু করল। মাঠের এক কোণে একটা দোকান হয়েছে। দোকানের পাশে লরি এসে দাঁড়িয়েছে।
একটা বড় বোর্ড নামল লরি থেকে। “ভবিষ্যৎ জানুন, মাত্র দশ টাকায়”।
শম্ভু দাঁড়িয়ে গেল। এরা কি গণপতিবাবুকে অনেক টাকা দিয়েছে? একটা লম্বামত লোক নির্দেশ দিচ্ছিল। শম্ভু লোকটার কাছে গিয়ে বলল, “কে ভবিষ্যৎ বলবেন?”
লোকটা তার আগা পাস্তালা দেখে বলল, “মেলার সময় আসবেন। তখন দেখবেন”।
শম্ভু হাত কচলে বলল, “আমিও জ্যোতিষ চর্চা করি। একটু কথা বলতে পারলে ভাল হত”।
লোকটার ঠোঁটের কোণে হাসি ফুটে উঠেই মিলিয়ে গেল। লোকটা বলল, “ভালো তো। মেলায় আসবেন। দশ টাকা নিয়ে আসবেন। তখন বলে দেবো”।
শম্ভু বুঝল এই লোকটাই ভবিষ্যৎ বলবে। সে লোকটার দিকে কয়েক সেকেন্ড তাকিয়ে থেকে বলল, “আপনি তো জ্যোতিষী নন। এখানে কেন এসেছেন?”
লোকটা চমকে তার দিকে তাকালো। কাঁপা কাঁপা গলায় বলল, “কে আপনি?”
শম্ভু বলল, “মেলায় আমি শতরঞ্চি নিয়ে বসব। আসবেন, বলে দেবো”।
লোকটা কেমন ভেবলে যাওয়া মুখে তার দিকে তাকালো। শম্ভু আর দাঁড়ালো না। মেলার মাঠ অনেক বড়। ঘুরতে সময় লাগবে। সে একা একা ঘুরতে লাগল। এই প্রস্তুতির সময়টাই তার দেখতে বেশি ভাল লাগে। মেলা শুরু হওয়া মানেই তো শেষ হয়ে যাবে। তারপর মন খারাপের পালা। গোটা বছর জুড়ে অপেক্ষা করে যাওয়া।
এক কোণে নাগরদোলা বসে, তার পাশে টয় ট্রেন। টয় ট্রেনের লাইন পাতা হচ্ছে। চারদিকে সাজো সাজো রব। দাঁড়িয়ে থেকে সেই কাজই দেখছিল শম্ভু হঠাৎ সে গলা খাকরানির শব্দ পেল। পাশ ফিরে দেখল সেই লোকটা। তাকে দেখে বলল, “বলছি শুনুন না, আপনি কী করে জানলেন, আমি জ্যোতিষী নই?”
শম্ভু উদাস গলায় বলল, “জানি না”।
লোকটা বলল, “আপনি কি জ্যোতিষী?”
শম্ভু বলল, “চেষ্টা চরিত্তির করছি। যদি হতে পারি, তাহলে তো ভালোই”।
লোকটা হাত কচলে বলল, “মানে কী জানেন তো, আমি অনেক চেষ্টা করেছি, গ্রামে বিশেষ নাম করতে পারি নি, কিন্তু অনেক দিন ধরেই লেগে আছি। শুধু একজন সদগুরু পেলে জীবনটা বর্তে যেতো। বলছি দাদা, আপনি কি আমার গুরু হবেন? আমার খুব বড় ব্যবসা আছে জানেন তো, কিন্তু নেশা ওই একটিই। মানুষকে দেখলে বোঝা যায় কে কী পারে। আপনি আর না করবেন না”।

শম্ভু অবাক হয়ে বলল, “আমি তো নিজেই চেষ্টা করে যাচ্ছি। আমি কী করে ওসব হব?”
লোকটা শম্ভুর হাত জড়িয়ে ধরে বলল, “আপনি আমার দোকানে বসবেন। আর আমি আপনার থেকে শিখবো। আপনি না করবেন না”।
শম্ভু হাঁ করে লোকটার দিকে তাকালো। আজ এরকমটা হবার কথা ছিল বুঝি?
সে নিজের ভাগ্য কেন নিজেই দেখতে পারে না?

৩

নন্তু টোটোর সঙ্গে গঙ্গারাম রিকশাওয়ালার আজকাল খুব ঝামেলা চলছে। নন্তু নতুন টোটো চালাচ্ছে। আর গঙ্গারাম অনেকদিন ধরে এলাকায় রিক্সা চালায়।
গঙ্গারাম কিছুতেই নন্তুকে দেখতে পারে না। নন্তু তার ব্যবসা কমিয়ে দিয়েছে। এদিকে নন্তুও গঙ্গাকে দেখলেই ঠাট্টা করতে শুরু করে। “ও কাকু, ওই রিক্সা টেনে আর কতদিন? তুমি বরং আমার মত একটা টোটো কিনে ফেলো”।
গঙ্গা বলে, “যা যা। তুই কী বুঝবি পরিশ্রমের মূল্য? ফাঁকিবাজি করে ব্যাটারিতে এদিক ওদিক লোক নিয়ে যাস। এক টাকার বেশি ভাড়াই নেওয়া উচিত না। তুই তো ঠগ”।
নন্তু রেগে গিয়ে বলে, “আর তুমি যে প্রত্যেকবার মেলা হলেই দশ টাকার ভাড়া কুড়ি টাকা করে নাও, তার বেলা? সেটা বুঝি ঠগবাজি নয়?”
গঙ্গা গম্ভীর গলায় বলে, “সেটাকে ডিমান্ড সাপ্লাই বলে। ডিমান্ড বাড়লে সাপ্লাই কমে, তখন দাম বেড়ে যায়। একে ব্যবসা বলে। ঠগবাজি না। মাথায় ব্যাটারি থাকলে বোঝা সম্ভব না, বুঝলে খোকা?”
নন্তু গজগজ করতে থাকে, “এতোই যখন জানো তখন শহরে গিয়ে চাকরি না করে রিক্সা চালাচ্ছো ক্যানে?”
গঞ্জের স্টেশনে বসে দুজনে এদিনও ঝগড়া করছিল, এমন সময় ভুবনপুর স্টেশনে একটা ট্রেন এসে দাঁড়াল। এ স্টেশনে খুব বেশি প্যাসেঞ্জার কোন কালেই নামে না। তবু নন্তু আর গঙ্গা দুজনেই আশায় থাকে। যদি কেউ যায়।
একটা লম্বা মত লোক, দেখে বোঝাই যাচ্ছে শহর থেকে এসেছে, গট গট করে এসে নন্তুর কাছে এসে বলল, “গবা তান্ত্রিকের বাড়ি যাবো”।
নন্তু লোকটার আগাপাস্তলা দেখে বলল, “গবার বাড়ি যাবেন? কেন”?
লোকটা বিরক্ত হয়ে বলল, “তাতে তোমার কী হে ছোকরা? যাবে কি না বল?” ছোকরা বলায় নন্তু রেগে গিয়ে বলল, “যাবো না”।
লোকটা বিরক্তমুখে বলল, “ডিজগাস্টিং”।
তারপর গঙ্গার দিকে ফিরে বলল, “তুমি যাবে?”
গঙ্গা বলল, “পঞ্চাশ টাকা নেবো”।
লোকটা গঙ্গার রিক্সায় উঠে বলল, “তাই নেবে। চল”।
গঙ্গা প্যাডেলে চাপ দিয়ে নন্তুর দিকে তাকিয়ে বলল, “ছেলে ছোকরারা বড্ড বেশি কথা শিখে গেছে”।
লোকটা বলল, “তা যা বলেছেন”।
নন্তু কটমট করে গঙ্গার দিকে তাকালো।
শীতের দিনে রিক্সা চালাতে অতো পরিশ্রম হয় না। তবে গঙ্গার বয়স হচ্ছে। আর গবার বাড়িও অনেক দূরে। গ্রামের শেষ প্রান্তে। সামান্য হাঁফ ধরছিল তার। গঙ্গা কথা বলে হাঁফ ধরা কমানোর চেষ্টা করল, “বাবু কি এ গ্রামে নতুন এলেন?”
লোকটা বলল, “হ্যাঁ। আমি কলকাতা থেকে আসছি। গবার সঙ্গে কিছু কাজ ছিল”।

গঙ্গা বলল, “গবার সঙ্গে দেখা করতে অনেক দূর দূরান্ত থেকেই লোকজন আসে। আগে তো গবা বুজরুক ছিল। কিছুই করতো না। কত লোকের থেকে বুজরুকি করে টাকা নিয়েছে। পরে নাকি কোন এক বাবা ওকে দেখা দিয়েছিল। তার পর থেকে গবার ভোলচালই পাল্টে গেছে। এখন গবার নাম হয়েছে”।
লোকটা বলল, “সেই নাম শুনেই তো আসা”।
গঙ্গা বলল, “গবা কিন্তু সব সময় কথা বলতে চায় না। মাঝে মাঝে একবারে থম মেরে যায়”।
লোকটা বলল, “সেকি? তাহলে কী করে হবে? আমি তো আবার রাতের ট্রেনে ফিরবো ভাবছিলাম”।
গঙ্গা বলল, “আপনি টকাই ময়রার দোকানের গজা নিয়ে নিন। গজা খেলে গবা খুব খুশি হয়ে যায়”।
লোকটা বলল, “বেশ। তাই কর। টকাই ময়রার দোকান থেকে গজা কিনে নেওয়া যাক”।
টকাই ময়রার দোকানে এলাকার খুব পুরনো দোকান। আশে পাশের গ্রামের অনেকেই টকাইয়ের দোকান থেকেই মিষ্টি কিনতে আসে। পুরন্দর পাকড়াশীর গেল শীত থেকে মিষ্টি খাওয়া বারণ হয়ে গেছে। অদ্ভুতভাবে এই মিষ্টির দোকানের সামনে এলেই তার মিষ্টি খেতে ইচ্ছে করে। সে চেয়ারে বসে রসগোল্লা খাচ্ছিল। টকাইয়ের দোকানের সামনে রিক্সা থামালো গঙ্গা। লোকটা গজা কিনতে রিক্সা থেকে নামতেই ভবা পাগলা কোত্থেকে ছুটে এসে লোকটাকে জড়িয়ে ধরে বলল, “ওরে তারক, তুই কোথায় ছিলি এতদিন, তোকে কতদিন দেখি নি। এতদিন পরে তোর আমার কথা মনে পড়ল?”
লোকটা ঘাবড়ে গিয়ে বলল, “কে আপনি? আমি তারক নই। আপনার কোথাও একটা ভুল হচ্ছে”।
ভবা লোকটার গলা জড়িয়ে ধরে ঝুলে পড়ল। আশে পাশের লোকজন এসে ভবার থেকে লোকটাকে যখন উদ্ধার করল তখন লোকটার গায়ে ধুলো লেগে গেছে। গঙ্গা ভবাকে তাড়িয়ে লোকটাকে বলল, “ও পাগল। এরকম করে। ভয় পাবেন না”।
লোকটা বলল, “ঠিক আছে, ঠিক আছে। হঠাৎ করে এমনভাবে জড়িয়ে ধরল, আমি একটু ঘাবড়ে গেছিলাম আর কী”।
রাম মিত্তির বলল, “তোমাকে তো কেমন চেনা চেনা লাগছে বাপু। কোথায় দেকিচি বল তো”।
লোকটা কিছু বলার আগেই গঙ্গা বলল, “তুমি সবাইকেই দেখো খুড়ো। উনি এই এলেন কলকাতা থেকে। গবার কাছে যাবেন। বাবু, আপনি গজা নিয়ে চলুন তো”।
রাম মিত্তিরের বয়স নব্বই পেরিয়েছে। মাঝে মাঝেই আজে বাজে বকেন। তার কথায় বিশেষ কেউ পাত্তা দিল না। লোকটা গজা নিয়ে আবার গঙ্গার রিক্সায় চেপে বসল। তবে এবার রুমাল বের করে ঘাম মুছল। ভবা একটু দূর থেকে গঙ্গারামকে ভেংচি কাটল। গঙ্গা চিৎকার করে ভবাকে তাড়াতে তাড়াতে রিক্সার প্যাডেলে জোর দিল।
পুরন্দর সবটাই চুপ করে দেখছিল। মিষ্টির টাকা মিটিয়ে দিয়ে মুখ হাত ধুয়ে সে ভবার কাছে গিয়ে বলল, “তুই হঠাৎ করে তারককে দেখলি কী করে?”
ভবা তার দিকে তাকিয়ে ফিক করে হেসে ভেংচি কেটে দিয়ে বলল, “তাতে তোর কী?”

৪

দুপুরে ঘুমিয়ে পড়েছিল গৌরীনাথ। হঠাৎ করে কে যেন তাকে ডাকল।
সে ধড়মড় করে উঠে বসে দেখল তার সামনে গবা তান্ত্রিক বসে আছে। বড় বড় চুল, কাঁধ অবধি আছড়ে পড়ছে, লাল কৌপীন পরে রয়েছে, গলায় রুদ্রাক্ষের মালা। খাটের পাশের চেয়ারে বসে তার দিকে তাকিয়ে আছে!
গৌরীনাথ অবাক হয়ে দু চোখ কচলালো। সে ঠিক দেখছে তো? গবা কী করে তার ঘরের মধ্যে ঢুকল? সে বলল, “তুমি কোত্থেকে এলে? ঘরের দরজা তো বন্ধ!”

গবা বলল, “সে জেনে তুই কী করবি? ইচ্ছে থাকলে রাস্তা তৈরি করে নেওয়া যায়। রাস্তা নিয়ে ভেবে কী করবি? তোর কী হয়েছে? এমন মন মরা হয়ে শুয়ে আছিস কেন রে পাগল? মেলা হচ্ছে, কোথায় মেলার মাঠে গিয়ে ঘুরে বেড়াবি, এর ওর বাড়ি থেকে কুল চুরি করে নিয়ে আসবি তা না, একা একা শুয়ে আছিস!”
গৌরিনাথ মাথা নিচু করে বলল, “আমি কিছুতেই রান পাচ্ছি না গবাদা। রোজ রোজ শূন্য রানে আউট হয়ে যাচ্ছি”।
গবা মাথা নেড়ে বলল, “ভাল তো। ক’জন শূন্য করতে পারে? শূন্য করা সবার কম্মো নয়”।
গৌরীনাথ বলল, “তাহলে আমাকে টিম থেকে বাদ দিয়ে দেবে। বাবা আমাকে হোস্টেলে পাঠিয়ে দেবে। যেটুকু খেলতে পারতাম, সেটুকুও বন্ধ হয়ে যাবে। একবার খেলা বন্ধ হলে সারাজীবনে আর খেলতে পারবো না আমি”।
গবা বলল, “হোস্টেল খুব খারাপ জায়গা বুঝি?”
গৌরীনাথ বলল, “খুব খারাপ জায়গা। খুব মারে ওখানে”।
গবা বলল, “ঠিক আছে। বিকেলে আমার ডেরায় আসিস। দেখি কী করতে পারি”।
গবা চোখের নিমেষে অদৃশ্য হয়ে গেল।
গৌরীনাথ বড় বড় চোখ করে বসে রইল। সে কি স্বপ্ন দেখছিল? এটা কী করে সম্ভব হল? রুনু পিসি যে মাঝে মাঝে বলে সিদ্ধাইরা যেখানে খুশি যেতে পারে, তাহলে কি সেটা সত্যি? সে তো হেসেই উড়িয়ে দিত এসব কথা। ঘড়ির দিকে তাকালো সে। বেলা চারটে বাজে। বিকেলে গবা তার ডেরায় যেতে বলেছে। এখন তো বিকেলই প্রায়।
রুনু পিসি মুনু মাসির সঙ্গে গল্প করছিল। রুনু পিসি যদি জানে সে গবার কাছে যাচ্ছে, তাহলে বলবে দুপুরেই তো বলেছিলাম, তখন বললি না কেন?
গৌরীনাথ পেছনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে দৌড়তে শুরু করল। সব সময় সাইকেল নিয়ে বেরোয় না সে। দৌড়ে যেখানে সহজে যাওয়া যায়, সেখানে সাইকেল নিয়ে যাওয়ার কোন প্রয়োজন নেই।
গ্রামের প্রান্তে শ্মশানের পাশেই গবা বসে। গৌরীনাথ গিয়ে দেখল গঙ্গারামের রিক্সা দাঁড়িয়ে আছে। তাকে গঙ্গারাম চেনে। ছোটবেলায় স্কুলে নিয়ে যেতো। তাকে দেখে অবাক গলায় বলল, “গবার কাছে কী করতে এসেছো?”
গৌরীনাথ ছুটে এসে হাঁফাচ্ছিল। হাঁফ ধরা গলাতেই বলল, “কাজে এসেছি”।
গঙ্গারাম বলল, “যাও। ভিতরে আছে”।
গবা তান্ত্রিক একটা ভাঙা ঘরে থাকে। সারাদিন দরজা খোলাই থাকে। দরজা খুলে গৌরীনাথ দেখল একটা অচেনা লোক বসে আছে। গবা মেঝেতে বসে কীসব মন্ত্র পড়ে যাচ্ছে। তাকে দেখে গবা বলল, “কীরে গৌরী, কি খবর তোর? কী করতে এসেছিস?”
গৌরীনাথ বিস্মিত হয়ে বলল, “তুমি নিজেই আজ এসেছিলে আমার ঘরে। বললে বিকেলে আসতে?”
ঘরে বসে থাকা লোকটা গলা খাঁকড়িয়ে বলল, “আমাকে আগে ছেড়ে দিলে ভালো হয়”।
গবা লোকটাকে পাত্তা না দিয়ে গৌরীনাথের দিকে তাকিয়ে বলল, “ওটা আমি না, আমার শরীরে স্বয়ং মা তোকে দর্শন দিয়ে এসেছে। তোর তো ভাগ্য খুলে গেল রে পাগলা। এক কাজ কর দেখি, দরজার পাশে দেখ তো কী আছে”।
গৌরীনাথ দরজার পাশে হাত বাড়াল। তার হাতে একটা ব্যাট ঠেকল। অবাক গলায় বলল, “একী! এটা তো একটা ক্রিকেট ব্যাট!”
গবা হেসে উঠে বলল, “তবে? তোর আর চিন্তা কী? আর কোন ভাবনা চিন্তার ব্যাপারই নেই এখন। যা, ওই ব্যাট দিয়ে খেল গে যা। আর শূন্য করতে হবে না”।

গৌরীনাথের বিশ্বাস হচ্ছিল না। কী অদ্ভুত কাণ্ড! অবিকল তার ব্যাটের মতই দেখতে আরেকটা ব্যাট! এখানে ব্যাট এলো কোত্থেকে? সে বলল, “এই ব্যাট দিয়ে খেলবো?”
গবা বলল, “হ্যাঁ, ওই ব্যাট দিয়ে খেলবি। এখন যা। বিরক্ত করিস না। যা যা”।
গৌরীনাথকে যেন একপ্রকার তাড়িয়েই দিল গবা। সে ব্যাটটা নিয়ে ঘরের বাইরে এসে দেখল। এটাতে কী আছে? একই রকম লাগছে তো! তাছাড়া গবা একবার বলল তার শরীরে স্বয়ং মা তার কাছে গেছিলেন, তবে গবা কী করে জানলো সে শূন্য করেছে? গবার কাছে কি সত্যি সত্যি কোন অদ্ভুত ক্ষমতা আছে? কোন কিছু মাথায় ঢুকছিল না তার। ব্যাটটা নিয়ে বাড়ি ঢুকতেই রুনু মাসী সেটা দেখে জিজ্ঞেস করল, “এটা আবার কে দিল রে?”
গৌরীনাথ বলল, “আমারই ব্যাট। ভুল করে মাঠে ফেলে দিয়ে এসেছিলাম। গিয়ে নিয়ে এলাম”।
মিথ্যা কথাটা বলে তার খারাপ লাগল। কিন্তু কিছু করার নেই।
গবার কথা কী করে বলবে রুনু পিসিকে?

৫

লোকটা অনেকক্ষণ চুপ করে বসে থেকে থেকে অধৈর্য হয়ে পড়েছিল।
গবার মন্ত্রোচ্চারণই করে যাচ্ছে গবা সেই তখন থেকে।
গৌরীনাথ চলে যাবার পর আর থাকতে না পেরে লোকটা বলল, “আমায় কলকাতা চলে যেতে হবে। আমাকে কি একটু তাড়াতাড়ি ছাড়া যায় না?”
গবা লোকটার দিকে না তাকিয়েই বলল, “শহরে গিয়ে তুই যতই মুখ পালটে আসিস তারক, তোকে আমি ঠিকই চিনতে পেরেছি। চৌধুরী খুড়োর সিন্দুক ভেঙে তুই পালিয়ে গেছিলি, পনেরো বছর হতে চলল, এখন আবার কী করতে এসেছিস?”
লোকটা বলল, “আমি কেন তারক হতে যাবো? আশ্চর্য! বাজারে একটা পাগলের সঙ্গে দেখা হল, সে বলল তারক, আপনিও তারক বলছেন! কে এই তারক?”
গবা তান্ত্রিক হঠাৎ করে উঠে দাঁড়িয়ে লোকটার কপালে হাত রাখল। লোকটা ভেবলে গেল। গবা বেশ কয়েক সেকেন্ড লোকটার কপালে হাত রেখে বলল, “কী করতে এসেছেন এখানে?”
লোকটা বলল, “আমি একটা সিনেমার কাজে যুক্ত। সিনেমায় তন্ত্র মন্ত্র দেখানো হবে। আমাকে আমাদের প্রোডাকশান ম্যানেজার... সরি, আপনি বুঝবেন না, আমার বস বললেন গ্রামের একজন তান্ত্রিকের সঙ্গে দেখা করে আসতে। আমাদের সেটে যে ছেলেটা চা দেয়, সে আপনার কথা বলল”।
গবা পিটপিট করে লোকটার দিকে তাকিয়ে হাসতে শুরু করল। লোকটা ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে বলল, “কী হল?”
গবা বলল, “আমি কি চিড়িয়াখানার বাঁদর? আমাকে দেখতে আসার কী আছে রে তারক? আবার কত বোল চাল ফুটেছে রে তোর! প্রোডাকশান ম্যানেজার? খিক খিক খিক।”
লোকটা রেগে গিয়ে বলল, “কতবার বলব আমি তারক না?” গবা লোকটার গলা টিপে ধরে বলল, “টাকাগুলো সব শেষ হয়ে গেছে না? এখানে আবার আমার থেকে মোহর নিতে এসেছিস! সত্যি করে বল?” লোকটা চি চি করে বলল, “ছাড় গবা, আমাকে ছেড়ে দে”।
গবা লোকটার গলা ছেড়ে দিল। লোকটা গলায় হাত দিয়ে কোন মতে সামলে উঠে বলল, “ঠিকই চিনেছিস তাহলে। কী করে চিনলি? তোর দেওয়া ওই মোহরগুলো বেচেই আমার অনেক দিন চলেছে। কিন্তু এখন আবার সব শেষ হয়ে গেছে। আমাকে আরো কিছু মোহর দে।”

গবা লাল চোখে তারকের দিকে তাকিয়ে বলল, "তুই এখান থেকে চলে যা তারক। এখানে আমি ভালো আছি। আমার কাছে আর কোন মোহর নেই। পৃথিবীর উপর থেকে সব মায়া ত্যাগ করেছি আমি। তুই চলে যা"।
তারক উঠে দাঁড়িয়ে বলল, "আজ যাচ্ছি। কিন্তু আমি আবার আসবো। আমার মোহর লাগবে। যেখান থেকেই হোক আমাকে জোগাড় করে দিতে হবে তোকে। আমি ঠিক আসব। আমার মোহরগুলো চাই গবা। তুই লুকিয়ে বাঁচতে পারবি না"।
গবা হাসতে শুরু করল। হাসতে হাসতে বলল, "কে যে কার থেকে লুকোয়, মা কালীই জানেন। যা যা। তুই যে নরক থেকে এসেছিস, সে নরকে ফিরে যা। তোর আর কিছু হবে না"।
তারক লাল চোখে কিছুক্ষণ গবার দিকে তাকিয়ে গবার ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। গঙ্গারাম দাঁড়িয়ে ছিল। রিক্সায় উঠে বলল, "স্টেশনে চল"।
গঙ্গারাম রিক্সায় উঠে প্যাডেলে চাপ দিল। গবা ঘর থেকে বেরিয়ে বলল, "বাবুকে সাবধানে নিয়ে যা গঙ্গা। আবার রিক্সা নিয়ে ফেলে দিস না কোথাও"।
গঙ্গারাম রেগে গেল, "কেন ফেলে দেবো? আজ অবধি ফেলেছি কোথাও?"
বলতে না বলতেই একটা ইটের টাল সামলাতে না পেরে গঙ্গার রিক্সা বড় ড্রেনে পড়ে গেল। গবা নাচতে শুরু করল, "পড়ে গেছে, পড়ে গেছে, গঙ্গার রিক্সা পড়ে গেছে, ও হো হো হো"।

৬

শীতের সকাল। চারদিকে পাখি ডাকছে। মাঠের এক কোণে মোক্ষদা পিসি বড়ি শুকোতে দিয়েছে।
ক্রিকেট মাঠে অবশ্য সকাল থেকেই বেশ ভিড় হয়েছে। প্রাণনাথ ইন্সটিটিউশন বনাম ভুবনপুর স্কুল।
ভুবনপুর টস জিতল। শিশিরবাবু গম্ভীর মুখে গৌরীনাথের দিকে তাকিয়ে বললেন, "এটাই তোর লাস্ট চান্স গৌরী। আজকেও যদি ডাক করে আউট হয়ে যাস, তাহলে আমাদের আর কিছু করার থাকবে না"।
গৌরীনাথ মাথা নাড়ল।
শেষ রাতের দিকে ঘুম এসেছিল তার। গবা যে তাকে আস্ত একটা ব্যাট দেবে, সে ভাবতেই পারে নি।
বিদ্যাপতিবাবু খেলা দেখতে এসেছেন। প্রধান শিক্ষক হলেও তিনি ক্রীড়াপ্রেমী। শিশিরবাবু বিদ্যাপতিবাবুর কাছে এসে বললেন, "স্যার, আপনিই সিদ্ধান্ত নেবেন আজকে। গৌরী যেভাবে আউট অফ ফর্ম আছে, মনে হচ্ছে আমাদেরও ইন্ডিয়ান ক্রিকেট বোর্ডের মত সিদ্ধান্ত নিতে হবে। কঠিন সিদ্ধান্ত যদি টিমের স্বার্থে নিতে হয়, তাহলে তো কোন সমস্যা নেই স্যার। ক্লাস নাইনের একটা ছেলে ভাল ব্যাট করছে নেটে। ওকে হয়ত রিপ্লেসমেন্ট হিসেবে পরের ম্যাচে খেলাতে হবে"।
বিদ্যাপতিবাবু বললেন, "দেখা যাক। গৌরীর একটা শেষ সুযোগ প্রাপ্য। ওকে সে সুযোগ দেওয়া হোক"।
প্রাণনাথের পিন্টু এলাকার ব্যাটসম্যানদের ত্রাস। পিন্টু বাউন্সার স্পেশালিষ্ট। কতজনের যে থুতনি ফেটেছে, তার ইয়ত্তা নেই।
এই দুটো টিমের মধ্যে রেষারেষি আজকের না। বহুদিনের। খেলায় যে হার জিত আছে, তা এই দুটো দল কিছুতেই মানে না। এক দল হারলে অপর দল প্রবল দুয়ো দিতে শুরু করে। অবশ্য আজকের ম্যাচ হারলে ভুবনপুরের টিম এমনিতেই টুর্নামেন্ট থেকে ছিটকে যাবে।
তার দলের ছেলেরা কিছুতেই তাকে ওপেন করতে দিচ্ছিল না। গৌরী জোর করে ওপেন করতে নামল।
ব্যাট করতে নামার সময় শুনতে পেল তাকে শুনিয়ে শুনিয়ে পিন্টুকে ওদের ক্যাপ্টেন অমিয় বলছে, "ওহ, এই ছেলেটা তো এক বলের খদ্দের। যাবে আর আসবে। এমন একটা বাউন্সার দে, আর যেন কোনদিন মাঠে নামার সাহস না করে"।

তা দিলও পিন্টু। প্রথম বলটাই বাউন্সার।
নতুন বলটা পিচে পড়ে গৌরীর হেলমেট ছোঁয়ার জন্য উতলা হয়ে ছুটে এল।
গৌরীনাথ বলটাকে বিন্দুমাত্র রেয়াৎ না করে প্রবল জোরে হুক মারল। একবারে যেন কপিবুক শট। ব্যাটে লাগামাত্র বলটা এত দ্রুত মাঠ ত্যাগ করল যে, কেউ চোখের পলক ফেলবার সময়টুকুও পেল না। গৌরীনাথ শিশির স্যারের দিকে তাকালো। শিশির স্যার হাতের ইশারা করে ধীরে খেলার সংকেত দিলেন। কোন রকম প্রলোভনে পা দিতে বারণ করলেন।
পিন্টুর পরের বল অফস্ট্যাম্পের বাইরে। অন্য দিন হলে ছেড়ে দিত। কানায় লাগার চান্স থাকে। আবার এরকম বলেই আগে কতবার আউট হয়েছে সে! এবার আর কোন ভুল হল না। বলটাকে সজোরে স্কোয়ার কাট মারল। অমিয়র মাথার উপর দিয়ে চার রান হয়ে গেল। শিশির বাবু টুপি খুলে তার প্রশস্ত টাকে হাত বোলালেন। এ ছেলেটা কথা শোনার নয়। পরের বলটা নিখুঁত ইয়র্কার হল।
অন্য দিন হলে গৌরীনাথ শুধু ব্লক করতো। এদিন হাঁটু মুড়ে অদ্ভুত ভঙ্গিতে সে বলটাকে সজোরে সুইপ করল। বাধ্য ছেলের মত বলটা গড়াতে গড়াতে বাউন্ডারি পেরিয়ে মোক্ষদা পিসির বড়ির মধ্যে গিয়ে লাগল। মোক্ষদা পিসির প্রতিবাদে খেলা দু মিনিট বন্ধ হয়ে গেলো।
"অলপ্পেয়ে ছোকরাগুলোর জ্বালায় আমি কি একটু বড়িগুলো রোদে দিতে পারবো না?"
শিশিরবাবু গিয়ে স্পেশাল রিকোয়েস্ট করায় শেষ মেশ মোক্ষদা পিসি বড়ি নিয়ে মাঠ থেকে বেরিয়ে যেতে সবাই হাঁফ ছেড়ে বাঁচল।
প্রথম ওভার শেষে রান হল ৬, ৪, ৪, ৪, ৪, ৬। শিশির বাবু চিৎকার করতে শুরু করলেন, "ওরে তোকে বাদ দেবো বলেছি বলে রেগে গেলি নাকি? দেখে খেল বাবা"।
বাধ্য ছেলের মত মাথা নাড়ল গৌরীনাথ। কিন্তু তার পার্টনার বগা একটা সিঙ্গেল নিয়ে তাকে ব্যাট করতে দিতেই আবার তাণ্ডব শুরু করল সে। একটা ছেলে ভারি সুন্দর চায়নাম্যান বল করে। টুর্নামেন্টে অনেকগুলো উইকেট নিয়েছিল। তার ছ বলে ছ'টা ছয় মারল গৌরীনাথ।
মাত্র তিরিশ বলে সেঞ্চুরি হয়ে গেল তার। যত রকম শট হয়, সব রকম মারল সে। পুল, হুক, স্কোয়ার ড্রাইভ, আপার কাট, দিলস্কুপ, এমনকী রিভার্স সুইপ মারতেও ছাড়ল না।
গ্রামের লোকজন মাঠের চারধারে জড়ো হয়ে নাচতে শুরু করল। কেউ আবার বাজি নিয়ে এল। বাজি ফাটতে শুরু করল। প্রাণনাথের ছেলেরা একটা সময় মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ল। পঁচিশ ওভারের ম্যাচে গৌরী একাই করল তিনশো আশি রান। জেলা থেকে বিশেষ পর্যবেক্ষক এসে শিশিরবাবুকে বললেন, "কী কী রেকর্ড ভাঙল বলতে পারবেন মশাই? আমার তো এ ছেলের ব্যাট দেখে রীতিমত হৃদকম্প হচ্ছে। একে এখনই আই পি এলের কোন ক্লাব লুফে নেবে। ইন্ডিয়া টিমে চান্স পাওয়া তো সময়ের অপেক্ষা"।
শিশিরবাবু টাকে হাত বুলিয়ে বললেন, "আমিও তো বুঝতে পারছি না মশাই। সাতটা ম্যাচে পর পর শূন্য রানে আউট হয়েছিল। আজ শুধু বলেছিলাম টিম থেকে বাদ চলে যাবি। তারপর মাঠে নেমে যা করল, তা তো ইতিহাস"।
পর্যবেক্ষক বললেন, "আমাকে কলকাতায় খবর দিতে হবে। এরকম প্রতিভা তো ফেলে রাখা যাবে না। দরকার হলে ওর স্পেশাল গ্রুমিং করাতে হবে"।
বিদ্যাপতিবাবু বললেন, "যাই করবেন, আমাদের স্কুলের নামটা যেন থাকে। সেটা যেন বাদ না যায়। আমি গৌরীনাথকে স্কুলরত্ন পুরস্কার দেবো। আর কী কী পুরস্কার দেবো, সেটা ভেবে ঠিক করতে হবে"।
মাঠ থেকে স্কুলের ছেলেরা কাঁধে করে গৌরীনাথকে নিয়ে এল। যে ছেলেরা তার সঙ্গে এ ক'দিন ঠিক করে কথাই বলছিল না, তাদের কাঁধে করে ফেরার সময় গৌরীনাথের কিছুতেই বিশ্বাস হচ্ছিল না যে, সে এত রান করেছে। সে যেন একটা ঘোরের মধ্যে ছিল। ব্যাটটার মধ্যে কি সত্যিই জাদু আছে? গৌরীনাথ যত্ন করে

ব্যাটটা কিটব্যাগের মধ্যে রাখতে গিয়ে অবাক হল। এটা তো গবার দেওয়া ব্যাটটা নয়! সে যে ব্যাটটা নিয়ে এতদিন শূন্য করে এসেছে, এটা সেই ব্যাটটাই। এই তো, আগের ব্যাটের কোণায় সে জি লিখেছিল, এই ব্যাটটাতে সেটাই লেখা আছে!
ব্যাট করতে যাবার তাড়াহুড়োয়, আর টেনশনে সে তার নিজের ব্যাটটা নিয়েই ব্যাট করতে চলে গেছিল। এত এত রান তাহলে কোন জাদুমন্ত্রে হয় নি? সে নিজেই করেছে? সবার লাফালাফির মধ্যে অবাক হয়ে সে তার নিজের ব্যাটটার দিকে তাকিয়ে রইল।

৭

গণপতিবাবুর আজকাল রাতে ঘুম হয় না। চোখ বুজলেই কেমন বুক ধড়ফড় করে। ঘাম হয়। শরীর খারাপ লাগে। কিছুদিন আগেই বাড়িটা তিনতলা হল। শহরে একটা জমি কেনা হয়েছে। তবু কেমন আইঢাই করে সব কিছু।
মেলার সময় হয়ে এল। এত কাজ। তবু মনটা কেমন চোরা টান দেয়। বুক ব্যথা করে, পেটেও কেমন টান। ডান পায়ে কে যেন কাতু কুতু দেয় রাত্রে ঘুমোতে গেলেই। কিছু ভাল লাগে না। কেমন ভয় ভয় লাগে।
বিপিন চোখ পিট পিট করে তার সামনে বসে। বিপিন তার চ্যালা। সে যেখানে যায়, তার সঙ্গে যায়। বিপিন বলল, "দাদা, মন ভাল নেই মনে হয়?"
গণপতি জোরে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেন, "না হে বিপিন, মন ভালো নেই। কী জানি, কী হয়েছে"!
বিপিন অনেক চেষ্টা করল। কিছুতেই গণপতিবাবুর মন ভাল হল না। শরীর আরো খারাপ হয়ে গেল।
গণপতিবাবু মন খারাপ করে গালে হাত দিয়ে বসে থাকেন। মাঝে মাঝেই বলেন, "দূর দূর। জীবনে কোন সুখ নেই। চারদিকে শুধু কষ্ট। শুধু মন খারাপ লাগে"।
এর পিছনে কারণটা অবশ্য অন্য। একদিন গবা হঠাৎ করেই তার বাড়িতে ঢুকে গেছিল।
তার ঘরবাড়ি দেখে তাজ্জব হয়ে গবা বলল, "মা, মারে, সব পাপের টাকা। এই গণপতি, এত টাকা নিয়ে কী করবি তুই? শোন রে পাপী, এত টাকা থাকা ভালো না। তুই এক কাজ কর, বিরাট বড় করে মায়ের মন্দির গড়ে দে। তোর শরীর ভাল হয়ে যাবে।"
গণপতি বাবু খুব রেগে গিয়ে গবাকে তাড়া করেছিলেন। গবা যাওয়ার সময় ফিক করে হেসে দিয়ে বলেছিল, "ঠিক আছে। তুই তো আমাকে তাড়া করলি, বেশ করেছিস, ঠিক করেছিস। মা, মারে, গণপতিকে দেখিস মা। ছোঁড়াটা বখে গেল রে মা!"
এই ঘটনার পরে গণপতিবাবুর ঘুম নষ্ট হয়ে গেল। মাঝে মাঝেই তিনি টের পেতে শুরু করলেন তার শরীরে যেন অন্য কেউ বাসা বেঁধেছে। কে বাসা বেঁধেছে, তা তিনি বুঝতে না পারলেও সে মাঝে মাঝেই কানে এসে ঘ্যান ঘ্যান করতে শুরু করল, "ওহে গণপতি, এত টাকা থাকা কি ভালো? তাও যদি নিজের টাকা হতো, তাও কথা ছিল! এ সবই তো অসৎপথে রোজগার করা টাকা"।
গণপতিবাবুর হেঁচকি উঠতে শুরু করল। শরীর খারাপ থেকে খারাপতর হয়ে গেল।
পুজো দিলেন, শান্তি স্বস্ত্যয়ন করলেন, কোন কিছুতেই কোন সুরাহা হল না।
শেষমেশ গবার পায়ে ডাইভ দেবেন কিনা ভাবছিলেন, এর মধ্যে একদিন সকালবেলা থানার ওসি বিশ্বম্ভর বাবু তার বাড়ি চলে এলেন লোক লস্কর নিয়ে।
বিশ্বম্ভর বরাবরই ভদ্রলোক। গণপতিবাবুর সঙ্গে তার অনেকদিনের পরিচয়। এ থানায় আসার পর গণপতিবাবুর কথা শুনেই তিনি চলা ফেরা করেন। এমন লোকের বাড়ি আসতে তার খুবই লজ্জা লাগছিল। তবু তিনি নিরূপায়। গণপতিবাবুর সামনে বিশ্বম্ভরবাবু হাত জোড় করে দাঁড়িয়ে বললেন, "স্যার, বিশ্বাস করুন। আমার একবারেই কোন ইচ্ছে ছিল না। এ কাজটা করার কথা আমি ভাবতেও পারি নি। কিন্তু এবার

আমি নাচার। আমার কিছু করার নেই। খোদ উপর মহল থেকে অর্ডার হয়েছে আপনার বাড়িটা যেন সার্চ করি। একবার যদি আপনি আজ্ঞা দেন। আজ্ঞা না দিলে কোন অসুবিধে নেই। আমি সবাইকে নিয়ে আবার থানায় ফিরে যাবো"।

গণপতি তার মন খারাপ করা মুখ নিয়ে উদাস হয়ে বললেন, "না না, ফিরে যাবেন কেন? এসেছেন যখন, ভালো করে সার্চ করুন"।

কথাটা বলেই গণপতিবাবু বুঝতে পারলেন তার শরীর ভাল লাগছে। শরীরের ভেতরের ভূতটা যেন বেরবো বেরবো করছে। এতদিন তো বেশ ত্যাঁদড়ামি করছিল। তাকে স্বাধীনভাবে কোন চিন্তাভাবনাই করতে দিচ্ছিল না। এখন আবার কী হল ব্যাটার?

বিশ্বম্ভরবাবুর নেতৃত্বে তার পুলিশ খুব নম্রভাবে গণপতিবাবুর বাড়ি তল্লাশি করতে শুরু করল। বসার ঘরের আলমারি থেকে বিনম্রভাবে দু হাজার টাকার গোলাপি নোটগুলো উঁকি ঝুঁকি মারছিল। পুলিশ ট্রাঙ্কে টাকাগুলো ভরে গণপতিবাবুর সামনে রাখল। কী আশ্চর্য! বুকের ব্যথাটা কম কম লাগতে শুরু করল। পেটে ক'দিন ধরে যে টান লাগছিল, মাথার পেছনে ব্যথা, সবই কমে গেলো হঠাৎ করে। ভূতটা যেন তার কানের দোরগোড়ায় এসে গেছে। যে কোন সময় ফুড়ুত করে বেরিয়ে যাবে। প্রবল উৎসাহে গণপতিবাবু বললেন, "ওই শোবার ঘরের আলমারিটা যেন বাদ দেবেন না। আর খাটের তলার মেঝেও। খুঁড়ে দেখুন"।

বিশ্বম্ভরবাবু আবার সবাইকে নম্রভাবে বললেন, "ওরে গণপতিবাবু যা বলছেন, তাই শোন রে"।

কনস্টেবলরা তাই শুনল। থরে থরে টাকা উদ্ধার হল। বিপিন চোখ পিট পিট করতে করতে হায় হায় করতে শুরু করল।

ক'দিন ধরে গণপ্তিবাবুর বাতের ব্যথা হচ্ছিল। ঠিক করে উঠে দাঁড়াতে পারছিলেন না। হাত পা নাড়াতে পারছিলেন না।

কী আশ্চর্য! পুলিশ এই টাকা পাবার পরেই সে ব্যথা চলে গেল। শরীরে ঠিক ক'টা ভূত ঢুকেছিল? বাতের ব্যথার ভূতটা কেমন ধীরে সুস্থে বেরিয়ে গেল। খিদে পাচ্ছিল না ক'দিন ধরে। এখন প্রবল খিদে পেতে শুরু করল। খিদের ভূতও কি ছিল তবে?

রান্নাঘর থেকে মুড়ির ধামাটা নিয়ে গণপতিবাবু প্রবল উৎসাহে বাড়ির সব কোণ দেখাতে শুরু করলেন, "ওই ছাদে একটু টোকা মেরে দেখুন", "হ্যাঁ হ্যাঁ, ঠাকুর ঘরের আলমারিতে... ওই দিকে না, ডান দিকে", "গিন্নির খাটের তলায় দেখুন"... বিশ্বম্ভরবাবু বাড়ি ভর্তি টাকা আর গয়না উদ্ধার করছেন আর গণপতিবাবুর শরীরের সব জ্বালা যন্ত্রণা এক এক করে দূরে হয়ে যাচ্ছে। গণপতিবাবু এককালে ক্রিকেট খেলতেন। স্থানীয় টুর্নামেন্টে একটা সেঞ্চুরি করেছিলেন বলে প্রায়ই বলেন। বলও করতেন। ফাস্ট বল।

বহুদিন হল তিনি দৌড়ে বল করার মত অবস্থায় নেই। এখন নিজেই বারান্দায় দৌড়ে কপিল দেবের মত একটা বল করে ফেললেন। খান বিশেক ডন দিয়ে ফেললেন।

দারোগা বিশ্বম্ভরবাবু বললেন, "স্যার, যদি কিছু মনে না করেন, একটা কথা বলি?"

গণপতিবাবু উদার গলায় বললেন, "বলুন বলুন?"

বিশ্বম্ভরবাবু বললেন, "আজ্ঞে, উপরতলা থেকে এই মাত্র কড়া হুকুম এসেছে, আপনাকে যে অ্যারেস্ট করতে হয়"।

গণপতিবাবু হু হু হা হা করে চিৎকার দিয়ে বললেন, "জেলে যেতে হবে? জেলরে কে ভয় পায়? চলুন চলুন। ভাল করে হাতকড়া পরিয়ে নিন। দেখুন, কোন অসুবিধা যেন না হয় আপনাদের। আ হা হা হা, জীবন এত ভালো, তাই তো ভুলে গেছিলুম মশাই। শরীর একবারে সুস্থ হয়ে গেছে। কানায় কানায় যেন আলাদা উত্তেজনা অনুভব করছি। চলুন দেখি, চলুন"।

হাতকড়া পরিয়ে পুলিশের জিপে তোলা হল গণপতিবাবুকে। বিশ্বম্ভরবাবু যেটুকু সম্মান দেখাতে গেছিলেন, গণপতি সেটাও করতে দিলেন না। বললেন, "ওসব করবেন না। সম্মান দেখালেই শরীর খারাপ করবে। আমি কিন্তু জেল একাদশের হয়ে বোলিং করব। মনে থাকে যেন"।

বিশ্বম্ভরবাবু বললেন, "আমি চেষ্টা করব আপনাকে যেন ভালভাবে রাখা হয়"।

গণপতিবাবু হুঙ্কার দিয়ে বললেন, "কভি নেহি। নো সম্মান। সম্মান দেখালেই আমার শরীর খারাপ করবে। মনে থাকবে?"

বিশ্বম্ভরবাবু কিছুই বুঝতে না পেরে মাথা নাড়লেন, "আজ্ঞে ঠিক আছে"।

গণপতিবাবুকে পুলিশের গাড়িতে স্বেচ্ছায় উঠে বসতেই বুঝলেন তার শরীর থেকে সব ভূতই একে একে বেরিয়ে গেছে। যে বীরত্বের সঙ্গে এতক্ষণ কথা বলছিলেন, যেই মনে পড়ল তার সব টাকা বাজেয়াপ্ত হয়ে গেছে, তিনি চোখ উল্টালেন। ভূত তাড়াতে গিয়ে যে তিনি একবারে নিঃস্ব হয়ে গেলেন!

রাস্তার এক কোণে দাঁড়িয়ে সবটাই দেখছিল শম্ভু। গণপতিবাবুকে পুলিশের জিপে করে যেতে দেখে সে বুঝল সেদিন তবে ঠিকই দেখেছিল। মনে মনে নিজেই নিজের পিঠ চাপড়ে দিয়ে মেলার মাঠের দিকে হাঁটতে শুরু করল সে।

৮

মেলার সময় দিনগুলো ভারি ভাল কাটে গদাইয়ের। বছরের এই সময়টা লোকের পকেট কেটে যে টাকা পাওয়া যায়, তাতে সারা বছরের জন্য অনেকটাই সুরাহা হয়ে যায়। গ্রামের লোকেরা সারাবছর ধরে মেলার জন্য টাকা জমায়। তার মত লোকেরা এই সুযোগ ছাড়বে কেন?

প্রথম দিনই যেমন চোখের নিমেষে একটা লোকের পকেট কেটে দেড়শো টাকা পাওয়া গেল। টাকাটা পেয়ে গদাই উদাস হয়ে গেল। আহা! কত দিন পরে কত টাকা পাওয়া গেল! এখন কাজ না করে একটু খরচ করা যাক।

শুরুতেই সে একটা পাঁপড় খেয়ে নিল। তারপর এক বাটি ঘুগনি। খেতে খেতে দু চোখে জল চলে এল তার। এসব খাবার যেন স্বর্গীয়! অনেকদিন এত ভালো খাবার পায় নি সে। পাবেই বা কী করে? এই ঘুগনিওয়ালা তো সারাবছর থাকে না। দূরের কোন গ্রাম থেকে এখানে এসেছে।

খেয়ে মনটা বেশ ভাল হয়ে গেল তার। ঠিক করল প্রথমদিনে যে টাকাটা পড়ে থাকবে সেটা নিয়েই বাড়ি ফিরবে। এর বেশি লোভ সে আর করবে না।

গদাই নাগরদোলা চাপল, টয়ট্রেনও ছাড়ল না। টয়ট্রেনের টিকিটের লাইনে একটা লোকের মানিব্যাগ তাকে প্রবল লোভ দেখাচ্ছিল বটে, সে ওই ফাঁদে একবারেই পা দিল না। বরং ভদ্র লোকের মত টিকিট কেটে টয়ট্রেনে চাপল। একটু জায়গা দিয়ে জোরে শব্দ করে ট্রেন যায়। কী মজা রে বাবা! ছোটবেলায় তো পয়সা ছিল না। কিছুই চাপতে পারত না। বড় হয়ে টয় ট্রেন চেপে সে আরেকটু কেঁদে নিল।

টয়ট্রেন থেকে নেমে খানিকটা হেঁটে সে দেখল একটা দোকানে বড় বড় করে লেখা আছে, "ভবিষ্যৎ জানুন, মাত্র দশ টাকায়।"

মাত্র দশ টাকায় ভবিষ্যৎ বলে দেবে?

সব ইচ্ছেই তো মেটানো হল। এটাই বা বাদ যাবে কেন? গদাই টিকিট কেটে ঢুকে গেল। একটা লাল রঙের আলো ঘুরছে ঘরের ভেতর। ছোট একটা গুমটি। একটা লোক টেবিলের ওপাশে বসে আছে। মেঝেতে শতরঞ্চি পাতা। লোকটা বলল, "বসুন"।

গদাই শতরঞ্চিতে বসে পড়ল।

গদাই তাদের গ্রামের না। তাই শম্ভু তাকে চিনতে পারে নি।

ব্যাজারমুখে গদাইয়ের চোখে টর্চ ফেলল সে। পরক্ষণেই শম্ভু অবাক হয়ে গেল। টর্চ বন্ধ করে বলল, "আপনি খুব শিগগিরি অনেক সম্পত্তি পাবেন"।

গদাই হেসে ফেলল, "ধুস, কী যে বলেন। আমার নুন আনতে পান্তা ফুরোয়, আমি নাকি সম্পত্তি পাবো। আমার কি আর সে কপাল আছে?"

শম্ভু বলল, "আমি এই গাঁয়েই থাকি। আপনি যদি কোনদিন সম্পত্তি পান, আমায় এসে বলে যাবেন, কেমন?"

গদাই খুব হাসল একচোট। তারপর বলল, "দূর দূর। আপনি আশা দিচ্ছেন ভাল কথা। কিন্তু এসব বলে আর লজ্জা দেবেন না। আচ্ছা আসি তবে"।

দোকান থেকে বেরিয়ে গদাই আবার হাসল। বলে কিনা সে বড় লোক হবে। এটা কোন কথা? সে তো চুরি ছাড়া কিছু জানেই না, কী করে টাকা হবে তার?

বাদাম কিনল পাঁচ টাকা দিয়ে। খেতে খেতে মেলা থেকে বেরোল সে।

মন খারাপ হয়ে গেল হঠাৎ করেই। বাবা কত করে বলত ভাল করে পড়াশুনা কর, পড়াশুনা না করলে কিচ্ছু হয় না।

সে পড়ে নি। স্কুল পালিয়ে যেত। যদু মাষ্টার তাকে খুঁজতে বেরোলে সে ক্ষেতে লুকিয়ে পড়ত। বাবার কথা শুনলে কি আর এই দিন দেখতে হত তাকে?

শ্মশানের পথ দিয়ে গ্রামের রাস্তার শর্টকাট। গদাই শ্মশান পেরিয়ে খানিকটা যাওয়ার পর হোঁচট খেল। পকেটে টর্চ ছিল। জ্বালিয়ে দেখল রাস্তায় একটা পোটলা পড়ে আছে। পোটলার ভেতর টর্চের আলো ফেললে দেখল সেটা জামা কাপড়ে ভর্তি। সে গলা ছাড়ল, "কেউ আছো নাকি গো? কার পোটলা এটা?"

কেউ সারা দিল না।

সে টর্চ জ্বালিয়ে দেখল। না। কেউ নেই। অগত্যা পোটলাটা কাঁধে করে ঘরে নিয়ে এল। মেঝের উপর উপুড় করে দিল গোটাটা।

একটা ছোট বাক্স পড়ল মেঝে। বাক্সটা খুলে তার চক্ষু চড়কগাছ হয়ে গেল।

একগাদা মোহর গিজগিজ করছে বাক্সের ভেতর!

তার দরজায় কে যেন ঠক ঠক করল।

গদাই অবাক হল। এত রাতে কে এল?

বাক্সটা গুছিয়ে খাটের তলায় রেখে সে দরজা খুলে দেখল একটা লম্বা মত লোক জরির পোশাক পরে দাঁড়িয়ে আছে।

গদাই বলল, "আজ্ঞে? কী চাই দাদা?"

লোকটা বলল, "গোলোকপুরটা কোথায় বলতে পারেন?"

গদাই যেন আকাশ থেকে পড়ল। এই নামে তো এখানে কিছু নেই! সে বলল, "না দাদা। এখানে এরকম কোন জায়গা নেই"।

লোকটা সন্দিগ্ধ গলায় বলল, "কিন্তু আমি তো শুনেছিলাম, এই জায়গাটা এখানেই কোথাও একটা আছে। সত্যিই জানেন না?"

গদাই জোরে জোরে মাথা নেড়ে বলল, "সত্যিই জানি না। ছোটবেলা থেকে এখানেই বড় হয়েছি দাদা, আমি এই নামে কোন জায়গার নাম শুনি নি বিশ্বাস করুন"।

লোকটা তার দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, "তাহলে খুঁজুন। ওটা তো আপনাকে এই জন্যই দেওয়া হয়েছে। খুঁজে পেলে আমায় বলবেন। আমি আবার খোঁজ নিতে আসবো"।

গদাইয়ের উত্তরের অপেক্ষা না করে নিমেষের মধ্যে লোকটা অন্ধকারে হারিয়ে গেল। গদাই হাঁ করে সেদিকে তাকিয়ে রইল।
মোহরটা তাকে এই জন্য দেওয়া হয়েছিল? তাহলে ফেরত চাইলো না তো?
কী আশ্চর্য!
#
গঙ্গা আর নন্তু আজকেও ঝগড়া করছিল। ট্রেন স্টেশনে দাঁড়ানোর কয়েক মিনিটের মধ্যে দেখা গেল চার পাঁচ জন লোক নিয়ে আগের দিনের শহরের বাবুটা চলে এসেছে। এবার আর গঙ্গার দিকে ফিরেও তাকালো না লোকটা। নন্তু টোটোওয়ালার কাছে এসে বলল, "গবা তান্ত্রিকের ডেরা। জলদি। কোন প্রশ্ন না, ঠিক আছে?"
নন্তু গঙ্গার দিকে তাকিয়ে গান ধরল, "হরি দিন তো গেল সন্ধ্যা হল... দেখেছো তো গঙ্গাদা, তোমার পুরনো রিক্সা ড্রেনে পড়ার পর তোমার আগের সওয়ারি আর রিক্সাতেই উঠলোই না?"
গঙ্গা রেগে গিয়ে বকবক করতে শুরু করে দিল।
লোকগুলো টোটোয় ওঠার পর নন্তু টোটো চালু করে বলল, "কোত্থেকে এসেছেন দাদারা?"
তারক গম্ভীর গলায় বলল, "তোমাকে শুরুতেই বলেছি কোন প্রশ্ন না। ভুলে গেলে চলবে?"
নন্তু জিভ কাটল। ঠিকই তো। এই বেশি কথা বলার অভ্যেসটা তো খুব খারাপ। বাকি রাস্তা সে আর কোন কথা বলল না।
#
সেঞ্চুরি করার পর থেকে এলাকায় গৌরীনাথের কদর বেড়ে গেছে। স্বয়ং শিশিরবাবু তার বাড়িতে এসে তাকে পিঠ চাপড়ে দিয়ে গেছেন। খবরের কাগজের খেলার পাতায় ছোট করে তার ছবি দিয়ে একটা খবরও হয়েছে "বিস্ময় বালক" শিরোনামে। গ্রামের লোকেরা এর মধ্যেই গর্ব করে বলতে শুরু করেছে, "গৌরী তো আমাদের গর্ব। এরপর যখন গৌরী দেশের হয়ে খেলবে, তখন সাংবাদিকরা আমাদের ইন্টারভিউ নেবে"। রুনু পিসি খুশি। তাকে অনেকখানি আচার দিয়ে গেছে।
তার মনের মেঘ কেটে গেলেও গৌরীনাথ মাঠ থেকে জিতে এসে গবার ডেরায় গিয়ে গবাকে পায় নি। পরের দিন সকাল থেকে বেশ কয়েকবার গবার ঘরের সামনে দিয়ে গেছে গৌরীনাথ। দরজায় তালা দেওয়া দেখে মুষড়ে পড়েছে।
তার যে গবার সামনা সামনি বসে অনেক কথা বলার ছিল! গবাকে সে ছোটবেলা থেকে দেখছে। সে জানত গবা বুজরুক। কত লোকের থেকে টাকা নিতো বশীকরণ করবে বলে। কিছুই হত না, লোকগুলো গবার বাড়ি বয়ে এসে তাকে গালাগাল দিয়ে যেতো।
তবে অনেকেই বলে, বেশ কিছুদিন হল গবার মধ্যে যেন একটা পরিবর্তন এসেছে। আজকাল গবা বেশি কথা বলে না। কিন্তু যে কথাগুলো বলে, তার কোন কোন কথা মিলেও যায়। এজন্যই অনেক অপরিচিত লোক গবার ঘরের কাছে ঘুর ঘুর করে। সাইকেল নিয়ে যতবারই এসেছে, গৌরীনাথ দেখেছে গবার ঘরের উলটোদিকের রাস্তার বেঞ্চিতে কতগুলো অপরিচিত লোক বসে আছে। এরা কারা, কোত্থেকে এসেছে, কেউ জানে না। তবে এরা সবাই যে গবার কাছেই এসেছে, তা নিয়ে কোন সন্দেহ নেই।
গবাকে না পেয়ে বিফলমনোরথ হয়ে গৌরীনাথ মেলার মাঠে চলে গেল। সকাল বেলায় মেলার মাঠে এলে অনেক কিছু দেখা যায়। সার্কাসের লোকজন ঝগড়া করছে, বিভিন্ন দোকানের লোকেরা পুকুরে স্নান করে এসে দড়ি টাঙিয়ে কাপড় শোঁকাতে দিয়েছে। তাদের গ্রামে অনেক লোকেরই ধারণা সকালে এলে মেলার জিনিস কম টাকায় পাওয়া যায়। গ্রামের বিখ্যাত কেপ্পন ভব লাহিড়ী যেমন। বিভিন্ন দোকানে ঘুর ঘুর করে দরদাম করছে। ভব লাহিড়ী অবশ্য কিছুই কিনবে না। তার কাজই হল দরদাম করে যাওয়া।

গৌরীনাথ খানিকক্ষণ ঘুরে পাঁচ টাকার আচার কিনে খেয়ে দেখল রুনু পিসির আচারের কাছে এই আচার দেড়শো রান আর এক ইনিংসে হেরে যাবে। সে আরো কিছুক্ষণ মেলায় ঘুরে সাইকেল নিয়ে পোড়ো বাড়ির জঙ্গলের কাছে যেতেই তার খেয়াল হল কে যেন তার কানে কানে বলছে, "জঙ্গলে যা"।

গৌরীনাথ অবাক হল। কে রে বাবা? কে ফিসফিস করে তাকে জঙ্গলে যেতে বলছে? গৌরীনাথ একবারেই ভীতু না। সে বিন্দুমাত্র ভয় পেলো না।

সাইকেলটা রেখে সে জঙ্গলের ভিতর ঢুকে পড়ল। অন্য দিন হলে সে জঙ্গলে যেতো না। পোড়ো বাড়ির কুয়োর ধারে বসে থাকত। এই বাড়িটার ধারে কাছে কেউ আসে না। কেউ কেউ বলে এখানে নাকি দুষ্ট আত্মা ঘুরে বেড়ায়। গৌরীনাথ কোনদিন তেমন কিছু দেখে নি। এটা তার নিজের সঙ্গে নিজের বোঝাপড়া করার জায়গা। যেদিন এখানে অনেক লোক আসতে শুরু করবে, সেদিন থেকে গৌরীনাথ এখানে আসা ছেড়ে দেবে।

বড় বড় দুটো অশ্বত্থ গাছে, তার সঙ্গে ভর্তি আগাছা, একটা বড় সাপও সুড়ুত করে সরে যেতে দেখল। সাপে সে ভয় পায় না। সে জানে বিরক্ত না করলে সাপ কিচ্ছু করে না। খানিকটা গিয়ে বুঝল সে অকারণ জঙ্গলের ভিতর ঢুকছে। আর গিয়ে কাজ নেই ভেবে সে পিছু ফিরতেই আবার কণ্ঠস্বরটা পেল, খুব বিরক্ত গলায় বলছে, "আজকালকার ছেলেপিলেদের একদম তর সয় না। আরো যা। আরো খানিকটা পথ যেতে হবে। যা বাবা, যা"।

গৌরীনাথ বলল, "কে আপনি?"

উত্তর এল, "আমি কে তা জেনে তুই কী করবি? যা বলছি শোন। ভিতরে গিয়ে দেখ"।

অগত্যা গৌরীনাথ আবার জঙ্গলের ভিতর হাঁটতে শুরু করল। খানিকটা গিয়েই সে বুঝল কণ্ঠস্বর ভুল কিছু বলে নি। জঙ্গলের মধ্যে রক্তাক্ত অবস্থায় গবা পড়ে আছে। সে দৌড়ে গিয়ে গবার নাড়ি দেখল। চলছে দেখে আশ্বস্ত হয়ে গবাকে ঠেলল, "উঠতে পারবে?"

কানের কাছে কণ্ঠস্বরটা চিৎকার করে উঠল, "আচ্ছা গর্দভ ছেলে তো! দেখছিস ছেলেটা অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে! কতই বা ওজন! এত যে খেলাধুলা করিস, কী লাভ হয় তাতে? যা, গবাকে কাঁধে তুলে নিয়ে যা"।

গৌরী ঠিক করল তাই করবে। কিন্তু গবাকে কাঁধে তুলতে গিয়ে দেখা গেল হচ্ছে না। কণ্ঠস্বর আবার বলল, "উঁহু, পাঁজাকোলা করে তুলতে হবে। পারবি, যেভাবে বলছি, সেভাবে তোল"।

তা পারল সে। কণ্ঠস্বরের দেওয়া নির্দেশ অনুসারে সে গবাকে পাঁজাকোলা করে নিয়ে জঙ্গলের বাইরে নিয়ে এল। পোড়ো বাড়ির সামনের বেঞ্চিতে শুইয়ে দিয়ে কুয়ো থেকে জল তুলে গবার মুখে জল ছেটালো। বেশ কিছুক্ষণ চেষ্টার পর গবা উঠে বসে তাকে দেখে বলল, "ওরে গৌরী রে, তুই তবে এ যাত্রায় আমার প্রাণ বাঁচালি। "

গৌরীনাথ বলল, "না না। আমি কিছু করি নি। আমি তো একটা গলার স্বর শুনলাম। উনি যেভাবে বলছিলেন,আমি সেভাবে করছিলাম"।

গবা নিজের কপালে হাত দিল। তখনও রক্ত পড়ছে। সে বলল, "ওহো, পাঁচু দা। বুঝেছি। শোন গৌরী, এখন আমার ফেরাটা ঠিক হবে না। বরং ওরা জানুক যে আমি আর বেঁচে নেই। বেঁচে থাকলে ওরা আবার আসবে"।

গৌরীনাথ অবাক গলায় বলল, "কারা আসবে?"

গবা বলল, "অনেক কাল আগে আমার এক সাগরেদ ছিল। তারক। ওর এখন ভোল পাল্টে গেছে। তারকের ধারণা হয়েছিল আমার কাছে অনেক টাকা পয়সা সোনা দানা আছে। লোকজন নিয়ে ও আমাকে লুটতে এসেছিল। তারক যদি জানতে পারে আমি বেঁচে আছি, তবে ও আবার আসবে। বার বার ওরা আমাকে আক্রমণ করে যাবে"।

গৌরীনাথ বলল, “তবে যে সবাই বলে তোমার অনেক সাহস। কেউ তোমার ক্ষতি করতে পারবে না?”
গবা ম্লান হাসল, “আমি চাইলেও এখন কাউকে মারতে পারবো না। তাহলে আমার সব শক্তি নষ্ট হয়ে যাবে। আমি তো আর আগের মত নেই। এখন কেউ আমাকে মারতে এলে আমাকেও পড়ে পড়ে মার খেতে হবে। তবে কী জানিস তো গৌরী, তারকরা এখানে আসার খানিক আগে আমি যা আভাস ইঙ্গিত পেয়েছি, তাতে আমাদের জন্য তারকের থেকেও বড় সমস্যা অপেক্ষা করে আছে”।
গৌরীনাথ বলল, “তারকের থেকেও বড় সমস্যা? সেটা কী?”
গবা চিন্তিত মুখে বলল, “কতগুলো অচেনা অজানা লোক আসছে গৌরী। অনেকদিন পর ওরা আসছে। আর ওরা আসা মানে খুব চিন্তার ব্যাপার”।
গৌরীনাথ বলল, “ওরা মানে? তারা কারা?”
গবা বলল, “আমি যখন সিদ্ধাই হই নি, সেই সময় অনেকদিন আগে একটা লোক আমাদের গ্রামে এসেছিল। লোকটা আমার কাছে একটা পাথর গচ্ছিত রেখে গেছিলো। আমি অনেক যত্ন করে সে পাথর আগলে রেখেছিলাম। কাল সকালে ধ্যানে বসে আমি জানতে পারি ওরা এই পাথরটা পেলে আমাদের আরো বড় ক্ষতি হয়ে যাবে। আমি তখন পাথরটা লুকিয়ে ফেলি। তারক আসার আগে ওরা ওদের লোক পাঠিয়েছিল আমার কাছে। আমি যেই বলেছি পাথর আর নেই, তারপর থেকে ওরা খুব রেগে গেছে। আমাকে কিছুতেই আর ওরা বেঁচে থাকতে দেবে না”।
গৌরীনাথ বলল, “সে পাথরটা কোথায় গবাদা?”
গবা চারদিকে তাকিয়ে তার হাতে একটা ছোট পাথর দিয়ে বলল, “আমার কাছেই আছে। লুকিয়ে রাখবি। কাউকে দিবি না। তুই চলে যা। চারিদিকে নজর রাখিস। আমি এই বনেই লুকিয়ে থাকবো এখন”।
গৌরীনাথ পাথরটার দিকে তাকালো। একবারেই সাদাসিধে পাথর। সে বলল, “এই পাথরের জন্য এত কিছু?”
গবা বলল, “এটা আসলে একটা চাবি”।
গৌরী অবাক হয়ে বলল, “মানে?”
গবা বলল, “দূরের কোন পৃথিবীর সঙ্গে এই পৃথিবীর সংযোগরক্ষাকারী একমাত্র চাবি হল এই পাথর। ওদের হাতে এই পাথর যদি যায়, তাহলে এই ছাবিটার মাধ্যমে ওরা ওদের পৃথিবীর সব লোক আমাদের পৃথিবীতে নিয়ে এসে সব শেষ করে দেবে”।
গৌরী তাড়াতাড়ি পাথরটা তার পকেটে ঢুকিয়ে দিয়ে বলল, “ওরে বাবা, তবে থাক। কাজ নেই আমার এই পাথর দেখে। আমি কি তোমার জন্য খাবার নিয়ে আসবো?”
গবা সভয়ে মাথা নাড়ল, “একদম না। তাহলেই আবার তারক টের পেয়ে যাবে। আমার পেছনে এখন দুটো দল লেগে আছে। এক, তারক আর তার দলবল। আর আছে রাজা অনঙ্গনাথের লোকজন। তারকের দল জানলেও আমার বিপদ আছে”।
গৌরীনাথ ভ্রু কুঁচকাল, “রাজা অনঙ্গনাথ? সে আবার কে? এই যুগে আবার রাজা আছে নাকি? কোথাকার রাজা সে?”
গবা বলল, “রাজা অনঙ্গনাথ অনেক দূর থেকে আসে। এই পাথর তারই। তোকে আমি অতো বোঝাতে পারবো না। তুই যা বাবা। আর আসিস না”।
গৌরীনাথ ঘাড় নাড়ল, “আচ্ছা। তাই যাবো। কিন্তু তুমি আমাকে বল আমি আমার ব্যাট দিয়েই এতো ভালো খেললাম কী করে? তুমি তো কোন মন্ত্রও পড়ে দাও নি আমার ব্যাটে? তাহলে কোন অলৌকিক কিছু না করেই আমি এত ভাল খেললাম কী করে?”

গবা তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে বলল, “কারণ তুই খেলতে পারিস। এতদিন শুধু নিজেই সেটা বিশ্বাস করছিলি না। তুই একদিন অনেক বড় প্লেয়ার হবি। কোন অলৌকিক শক্তি দরকার হবে না তোর ভাল খেলার জন্য। তোর জানার দরকার ছিল তুই পারবি। সেটা জেনে গেছিস। আর কেউ তোকে আটকে রাখতে পারবে না।”
গৌরীনাথ বলল, “সে না হয় জেনেছি। কিন্তু তুমি এখানে কী করে একা একা থাকবে, আমি কিছুতেই বুঝতে পারছি না। আমি কি কিছুই করতে পারি না?”
গবা একটু ভেবে বলল, “না। তোকে এখন কিছু করতে হবে না। তুই যা। এখানে আসবি না আর। আর ওটা সাবধানে রাখবি। কেউ যেন পাথরটার কথা জানতে না পারে”।

৯

গায়ে জরির কাজ করা রাজপোশাক পরে লোকটা মেলায় ঘুরে বেড়াচ্ছে। চোখদুটো লাল। মেলার ভিড়ে কেউ খেয়ালই করল না এমন বিচিত্র পোশাক পরা একটা লোক মাঠে ঘুরে বেড়াচ্ছে। যারা খেয়াল করল, তারা ভাবল লোকটা “যেমন খুশি তেমন সাজো”র জন্য কোন পোশাক পরে মেলায় এসেছে।
হরিপদ বসাক আফিম খেয়ে নাগরদোলার সামনের টিকেট কাউন্টারে দুলছিল। লোকটা এসে হরিপদর সামনে দাঁড়িয়ে বলল, “গোলোকপুরটা কোথায়?”
লোকটার ঝলমলে জরির পোশাক দেখে হরিপদ হকচকিয়ে গিয়ে বলল, “কে বাওয়া তুমি? যাত্রায় রাজা হবে? তা কী পার্ট করবে? নবাব সিরাজদৌল্লা?”
লোকটা বলল, “যাত্রায় কেন হব? আমি তো এমনিই রাজা”।
হরিপদ ফিক ফিক করে হাসতে হাসতে বলল, “তুমিও আমার মতই আফিম খেয়ে এসেছো নাকি? ভাল জিনিস থাকলে তবে আমাকেও দাও। আমিও খেয়ে দেখি সে কেমন জিনিস!”
লোকটা বিরক্ত গলায় বলল, “আজেবাজে কথা বলার সময় নেই আমার। গোলোকপুরটা কোথায়?”
হরিপদ বলল, “গোলোকপুর? আ মোলো যা। সে আবার কোন মুলুক! ও নামে তো এখানে কোন জায়গা নেই”।
লোকটা হরিপদর দিকে কিছু একটা ছুঁড়ল। হরিপদ বলল, “কী এটা?”
লোকটা বলল, “দেখো কী”!
জিনিসদুটো মাটিতে পড়ে গেছিল। হরিপদ কোন মতে ঝুঁকে তুলে নিয়ে দেখল দুটো মোহর। সে হাঁ করে লোকটার দিকে তাকিয়ে বলল, “ও বাবা, তুমি সত্যিই রাজা নাকি?”
লোকটা এগিয়ে এসে হরিপদর কাঁধ ধরে ঝাঁকিয়ে বলল, “গোলোকপুর কোথায়?”
হরিপদ বলল, “আমি কী করে জানবো বল তো? আমি তো এ গাঁয়ে ঘরজামাই থাকি। তুমি মেলার মাঠ থেকে বেরিয়ে স্টেশনে গিয়ে টিকিট কাউন্টারে গিয়ে খোঁজ নাও বাবা”।
লোকটা বিরক্তিমাখা মুখে হরিপদর দিকে তাকিয়ে বলল, “ঠিক আছে। যাচ্ছি”।
হরিপদ বলল, “আরো দুটো মোহর দিয়ে যাও বাপ। তোমার তো কোন কাজে লাগলাম না, তুমি তো আমার অনেক সময় নষ্ট করলে বল?”
লোকটা রেগে গেল না। বরং খুশি হয়ে বলল, “সবাই শুধু লোভী হয়ে গেছে। শুধু লোভ আর লোভ। বেশ তো। তাহলে আমারই ভালো। এ নাও”।
লোকটা আরো দুটো মোহর দিয়ে দিল।
হরিপদ কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু তার নেশাটা জাঁকিয়ে এল। বেজায় ঘুম পাচ্ছিল বলে সে আর কিছু বলল না।

লোকটা বেশ কিছুক্ষণ উদ্দেশ্যহীনভাবে মেলায় ঘুরল। তারপর দশ টাকার জ্যোতিষের দোকানের সামনে গিয়ে দাঁড়ালো। শম্ভুর এখন পসার বেড়েছে। আগে কেউ আসছিলো না, এখন অনেক লোক হচ্ছে। শম্ভু হিমশিম খাচ্ছিল।

হঠাৎ করে জরির পোশাক পরা লোকটাকে দেখে সে অবাক হল। লোকটা শম্ভুর দিকে তাকিয়ে বলল, "বল আমার সম্পর্কে কী বলবে?"

শম্ভু চোখ বন্ধ করল। কয়েক সেকেন্ড পর চোখ খুলে লোকটার কপালের দিকে তাকাতে তার মাথা ঘুরে উঠল। দু চোখ ঝলসে গেল যেন! শম্ভু তড়িঘড়ি নিজের দু চোখ ঢাকা দিয়ে বলল, "আপনি কে?"

লোকটা শম্ভুর চোখের দিকে তাকিয়ে বলল, "চোখ খোলো। ভয় নেই। আমি তোমার কোন ক্ষতি করব না"।

শম্ভু ভয়ে ভয়ে চোখ খুলল।

লোকটা বলল, "আমি কিছুতেই গোলোকপুর খুঁজে পাচ্ছি না। তুমি জানো সেটা কোথায়?"

শম্ভু বলল, "আমি অনেক ছোটবেলায় শুনেছিলাম এই নামটা। আমার জ্যেঠিমার কাছে। তিনি চলে গেছেন অনেকদিন হল। তিনি বলেছিলেন বটে এ গ্রামের নাম একসময় গোলোকপুর ছিল। পোড়োবাড়ির জঙ্গলের কাছে সে জায়গার ভাঙ্গা ঘরবাড়িও আছে শুনেছি"।

লোকটার মুখ হাসিতে ভরে উঠল।

শম্ভু বলল, "আপনি কে?"

লোকটা বলল, "আমি এই অঞ্চলের রাজা। নিজের রাজত্ব হারিয়ে ফেলেছিলাম। এখন দখল করতে এসেছি"।

শম্ভু বলল, "আপনি আমার কাছে কেন এসেছেন?"

লোকটা বলল, "আমার পাথরটা কোথায় আছে, তুমি জানবে"।

শম্ভু বলল, "কোন পাথর"?

লোকটা বলল, "আমার হাত গুণে বল। আমার কপাল দেখে বল"।

শম্ভু বলল, "আমি আপনার কপালের দিকে তাকাতে পারছি না ঠিক করে। আমার সব গোলমাল হয়ে যাচ্ছে"।

লোকটা বলল, "তবু তোমাকেই বলতে হবে। বল শিগগিরি। আমি তোমাকে পুরস্কৃত করব"।

শম্ভু বুঝতে পারছিল এ লোককে কোন উত্তর না দিতে পারলে তার কপালে অশেষ দুঃখ আছে। সে প্রাণপণে চেষ্টা শুরু করল।

কিন্তু লোকটার দিকে তাকিয়ে চোখ বন্ধ করতেই সে আবার চোখে সর্ষেফুল দেখল। চোখ খুলে বলল, "আপনি আমাকে ক্ষমা করুন স্যার, আমি কিছুতেই পারছি না"।

লোকটা মাথা নেড়ে বলল, "তোমাকেই বলতে হবে"।

বাইরে লাইন দেওয়া লোকেরা ঝামেলা শুরু করেছে। শম্ভু প্রাণপণে চোখ বন্ধ করে ঈশ্বরের নাম করতে শুরু করল।

হঠাৎ তার মাথার মধ্যে একটা ছবি ফুটে উঠল। সে বলল, "একটা জলাশয়..."

লোকটা উৎসাহিত হয়ে বলল, "এই তো... বল বল"।

শম্ভু বলল, "তার গভীরে... আমার ঘুম পাচ্ছে...সবাই হেরে যাবে... একটা নিষ্পাপ নির্লোভ..." বলতে বলতেই শম্ভু জ্ঞান হারিয়ে ফেলল।

লোকটা শম্ভুকে ঝাঁকুনি দিল।

শম্ভুর সাড়া দিল না।

লোকটা উঠে দাঁড়িয়ে বলল, "জলাশয় তাই তো? ঠিক আছে। তাই হবে"।

হাঁটতে হাঁটতে লোকটা পোড়ো বাড়ির জঙ্গলের দিকে রওনা দিল।
#
রাতে ঘুমনোর সময় গৌরীনাথ পাথরটা পকেট থেকে বের করল। কী এমন ব্যাপার থাকতে পারে এই পাথরটায় যে এটাকে অতো দূর থেকে লোকেরা এসে পাগলের মত খুঁজে বেড়াচ্ছে?
পেন্সিলবাক্সে পাথরটা রাখতে যেতে সে একটু হোঁচট খেল। টেবিলের ওপর একটা কয়েন রাখা ছিল। পাথরটা কয়েনটায় ছুঁতেই সেটা মুহূর্তের মধ্যে সোনার কয়েনে পাল্টে গেল।
গৌরী অবাক হয়ে সেটা দেখল। পরক্ষণে চোখ মুছে আরেকটা কয়েনে পাথরটাকে স্পর্শ করল। একই ব্যাপার।
নিজের চোখকেই সে বিশ্বাস করতে পারছিল না। ঘরে যা কয়েন ছিল, সব সোনার কয়েন করে ফেলার কয়েক মিনিট পর তার বোধ বুদ্ধি ফিরে এল। বুঝল এটাই সব নষ্টের গোঁড়া।
জিভ কেটে সব কয়েনের সঙ্গে পাথরটাকেও লুকিয়ে ফেলল সে।

১০

পরাণ সাঁতরার বাড়ির সামনে ভিড় হয়ে গেছে।
পরাণ এলাকার কুখ্যাত গায়ক। সে গান গাইতে বসলে কেউ আর পড়াশুনা করতে পারে না। শুধু বাড়িতে বসেই পরাণ গান করে না, ইচ্ছে হলে সে গ্রামের বিভিন্ন বাড়ির সামনে গিয়ে গাইতে শুরু করে দেয়। তাকে কেউ মারধোরও করতে পারে না। কানাঘুষো আছে বিশ্বম্ভর দারোগা নাকি পরাণের দূর সম্পর্কের আত্মীয়!
মেলার পরেই পরীক্ষা শুরু হবে। ছাত্রদের বাবা মায়েরা পরাণের বাড়ির সামনে লাইন দিয়েছে। যে করেই হোক, এই সময়টা পরাণের গান বন্ধ রাখতে হবে।
গতবছর পরাণের দু মাসের বাজার করে দিয়েছিল সবাই। এবার পরাণের দাবী বেড়ে গেছে। সে ছ মাসের বাজার দাবী করেছে। সবাই সে ব্যাপারেই দরাদরি করতে এসেছে।
সাদা রঙের ধুতি, খালি গা, আর গলায় লাল গামছা নিয়ে পরাণ বসে আছে।
রাধানাথ তালুকদার বলল, "শোন পরাণ, ছ মাসটা তিন মাস কর ভাই। আমার নাতির এবার তৃতীয়বার। তিনবারেও বেচারা মাধ্যমিক পাশ করতে না পারলে ছেলে এবার বিবাগী হয়ে যাবে"।
পরাণ গামছা দিয়ে মুখ মুছে শ্বাস ছেড়ে বলল, "গান কি অতো সহজ জিনিস গো রাধাদা? গান গাইতে না পারলে আমার পেটে ব্যথা করে, ফুসফুসে সুড়সুড়ি দেয়, লিভার শরীর থেকে বেরিয়ে আসতে চায়। তোমরা বলছো সেই গান আমাকে এক মাস বন্ধ করে বসে থাকতে হবে। সে ক্ষতিপূরণ কি এত সহজে মিটবে গো দাদা?"
পতিতপাবন শতপথী বলল, "তা বলে তোকে ছ মাসের বাজার করে দিতে হবে?"
পরাণ বলল, "দেখো। তোমরা সব বয়োজ্যেষ্ঠ লোকজন। তোমরা বিচার বিবেচনা করে যা ভাল বুঝবে তাই হবে। আমি আর কী বলি? আমি তো এই গেল বছর নিজের মাইকও কিনে ফেলেছি। তোমরা সবাই মিলে মাইকের দোকানে গিয়ে বলেছিলে আমায় মাইক না দিতে। তা বলে আমি কি গান বন্ধ করে ঘরে বসে থাকবো? আমার তো ওই একমাত্র নেশা। ওর জন্যই আমি বেঁচে আছি। এরপরও যদি তোমরা আমাকে দমিয়ে রাখতে চাও, তা কি এত সহজে হবে ভেবেছো?"
পরাণ একটা সুর গুণগুণ করে ভাঁজতে শুরু করল। তার সামনে থাকা লোকজন সে সুর শুনেই ভিরমি খেল। রাধানাথবাবুর বয়স হয়েছে। তিনি মাথা ঘুরে পড়লেন। কে একজন এসে তাকে পাখা করতে শুরু করল।

সবাই বুঝে গেল পরাণকে টলানো এতো সহজ হবে না। ফিসফিস করে সবাই আলোচনা করতে শুরু করল দরাদরি করে কীভাবে পরাণের দাবী কমানো যায়।
হঠাৎ এক ছোটোখাটো চেহারার লোক পরাণের সামনে এসে বলল, "আপনিই পরাণবাবু তো। আপনাকে রাজা বাবু ডেকেছেন। বলেছেন রাজসভায় গান গাওয়াবেন। উপযুক্ত পারিশ্রমিকও পাবেন"।
রাধানাথ পাখার হাওয়া খেতে খেতে বললেন, "রাজা বাবু? রাজতন্ত্র আছে নাকি এখনও? আমি তো শুনেছিলুম সেই কবেই সে সব চলে গেছে"।
লোকটা কটমট করে একবার রাধানাথ বাবুর দিকে তাকিয়ে পরক্ষণে পরাণের দিকে তাকিয়ে বলল, "আজেবাজে লোকের সঙ্গে কথা বলে সময় নষ্ট করে লাভ আছে? এই নিন আপনার অ্যাডভান্স। যখন ডাকবো, তখন চলে আসবেন"।
লোকটা একটা মোহর এগিয়ে দিল পরাণের দিকে। সবার চোখ ছানাবড়া হয়ে গেল। পরাণ দাঁত বের করে বলল, "দেখলে তোমরা? এতদিনে আমার প্রতিভার যোগ্য সম্মান দিল কেউ। কোথায় যেতে হবে আমাকে"?
"সময় হলে লোক পাঠানো হবে", বলে লোকটা চলে গেল।
ভিড়ের লোকেরা হতভম্ব হয়ে গেল। কানাকানি শুরু হয়ে গেল।
পরাণ বলল, "রাজপ্রাসাদ থেকে ডাক এসেছে যখন, তখন তো আর কথাই নেই দাদারা। আমাকে গোটা বছরের খোরাকিই পাঠাবেন সবাই। দর তো আর কমানো যাবে না। দরাদরির ব্যাপারই নেই আর। এত বড় সম্মান প্রাপ্তির পর আর কী করে আপনাদের সঙ্গে ঝগড়া ঝামেলা করি বলুন তো?"
রাধানাথ বলল, "এ কেমন বিচার হল পরাণ? তুই গ্রামের ছেলে মেয়েদের কথা ভাববি না?"
পরাণ বলল, "গাঁয়ের কোন ছেলে আমায় নিয়ে ভেবেছে গো দাদা? ওই তো সেই যে বিশ্বনাথবাবুর নাতির পরীক্ষার সময় তিনি বললেন পরাণ, তুমি গান কোর না, আমার নাতি পাশ দিলে তোমার জন্য বড় উপহার আছে। আমি তো তখন বোকা সোকা ছিলাম। মেনেও নিয়েছিলাম তার কথা। সে নাতি পাশ করার পর বিশ্বনাথবাবু একটা বড় কুমড়ো নিয়ে এসে বললেন, এ নাও পরাণ, তোমার পুরস্কার। আমার সে কী কষ্ট। তোমরা কী ভেবেছো? এখনও আমি সেই রকম বোকা মানুষ আছি? আমি এখন চালাক হয়ে গেছি। যদি ভেবে থাকো আগের মত আমাকে বোকা বানিয়ে তোমরা পালাবে, তাহলে তোমরা ভুল ভেবেছো।"
রাধানাথ বলল, "দেখ গে তুই, যা ভালো বুঝিস কর। তোর এখন ন্যাজ মোটা হয়ে গেছে। কোথাকার কোন রাজা তোকে ডেকে পাঠিয়েছেন। তুই আর আমাদের কথা শুনবি কেন?"
পরাণ বলল, "তোমরা দেখো তোমরা কী করবে? দু খান কালোয়াতি গান তুলেছি, আমার তো সেগুলো সবাইকে শোনাতে হবে, নাকি?"
সবাই ব্যাজার মুখে মুখ চাওয়া চাউয়ি করল। এবার বোধ হয় আর পরাণকে আটকে রাখা যাবে না। গোটা বছরের খোরাকির ব্যবস্থাই করে দিতে হবে!
পরাণ হারমোনিয়াম টেনে গলা সাধতে শুরু করল। তার গানের ঠ্যালায় বাড়ির লাইট পোস্টে একটা কাক হার্ট ফেল করল। মিনু মাসির পোষা বেড়ালটা পাড়া ছাড়া হল। পাড়ার কুকুরেরা দিনে দুপুরেই ডাকাত পড়েছে ভেবে ভেবে ত্রাহি ত্রাহি রবে চিৎকার করতে শুরু করে দিল।
দূর দূরান্তে যে সব ডাকাতেরা ভেবেছিল এ গ্রামে লুঠ করতে আসবে, তারা পরাণের গান শুনে সব রকম পরিকল্পনা শিকেয় তুলে রাখল।
এদিকে কুখ্যাত কৃপণ ভব লাহিড়ী তার বাগানে একটা মোহর খুঁজে পেলেন। তিনি বাগানে বসে রোদ পোহাচ্ছিলেন। হঠাৎ দেখলেন, লাউ গাছের মাচায় কী একটা চকচক করছে। কাছে গিয়ে দেখলেন মোহর। সেটি হস্তগত করে ভব লাহিড়ী ভেউ ভেউ করে কাঁদতে শুরু করলেন।

তার স্ত্রী কাত্যায়নী দেবী অবাক হয়ে বললেন, "কী হল তোমার? কাঁদছো কেন? তুমি তো মাছ কিনে আনো না। দিনের পর দিন ফ্যানা ভাত খেয়ে যাচ্ছি। কাঁদার কথা তো আমাদের। তুমি কাঁদছো কেন?"
ভব লাহিড়ী জানেন গিন্নিকে মোহরের কথা বললে আর রক্ষে নেই। তিনি কাঁদতে কাঁদতেই বললেন, "পায়ে কাঁটা ফুটেছে গিন্নি। তাই কাঁদছি"।
কাত্যায়নী গজগজ করতে লাগলেন।
ভব লাহিড়ী মনে মনে বললেন, "সব অশ্রু কি আর দুঃখের অশ্রু হয় গিন্নি? আনন্দাশ্রুও হয়"।

১১

জেলে ঢোকার পর পুরোপুরিভাবে যখন গণপতিবাবুর জ্ঞান ফিরল, তিনি হায় হায় করতে করতে মাথা চাপড়াতে শুরু করলেন। কতদিনের কত কষ্ট করে জমানো টাকা, কত মানুষের সর্বনাশের টাকা, কোন ভূতের পাল্লায় পড়ে সব পুলিশের হাতে তুলে দিয়ে এলেন তিনি?
মনমরা হয়ে বসে রইলেন কিছুক্ষণ। নিজের মাথার চুল নিজেই ছিঁড়লেন। যখন বুঝলেন তিনি একবারে নিঃস্ব হয়ে গেছেন, "ধুত্তোর" বলে হাঁটতে শুরু করলেন। একজন কয়েদি এসে জুটে গেল, "স্যার, একটা কথা জিজ্ঞেস করব?"
গণপতি বললেন, "কর"।
কয়েদিটা গলা নামিয়ে বলল, "গোলোকপুরটা কোথায় স্যার?"
গণপতি কয়েদির দিকে তাকালেন। এ লোককে তো তিনি আগে দেখেন নি। বললেন, "কে তুমি?"
লোকটা হাসল, "আমাকে চিনবেন না স্যার"।
গণপতিবাবু বললেন, "সে তো বুঝতেই পারছি। কিন্তু আমার কাছে এমন আজগুবি প্রশ্ন করছো কেন?"
লোকটা বলল, "স্যার আমি শুনেছিলাম আপনাদের গ্রামের কাছেই ওই জায়গা আছে। ওখানে নাকি অনেক গুপ্তধন আছে"।
এতগুলো টাকা হাতছাড়া হয়েছে। গুপ্তধনের কথা শুনে গণপতিবাবু কৌতূহলী হতে গিয়েও যখন দেখলেন অনেকেই তাদের দিকেই তাকিয়ে আছে তখন যেন শুনতেই পান নি, এমন ভঙ্গীতে বললেন, "আমি ওসব জানি না। আমাকে এ কথা বলে কোন লাভ নেই"।
লোকটা বলল, "স্যারের কি গুপ্তধন ভাল লাগে না?"
গণপতিবাবু বললেন, "তুমি কি আমাকে লোভ দেখানোর চেষ্টা করছো?"
লোকটা ফিসফিস করে বলল, "স্যার, অনেক টাকা। রাতে তৈরি থাকবেন। নিয়ে যাবো"।
গণপতিবাবু চিন্তিত মুখে লোকটার দিকে তাকিয়ে বললেন, "আচ্ছা"।
লোকটা উশখুশ করে চলে গেল। গণপতিবাবু বসে বসে অনেকক্ষণ ভাবলেন। নাহ, যা করেছেন, তা ঠিক করতে হলে তাকে জেলের বাইরে যেতেই হবে। সারাজীবন জেলে বসে থেকে নিজের পাপের সাজা ভোগার কোন মানে হয় না।
দুপুরে তার ভাই পরাগ তার সঙ্গে দেখা করতে এলে গণপতিবাবু বললেন, "গ্রামের খবর কি? বাইরের লোকজন কি খুব আসছে?"
পরাগ বললেন, "হ্যাঁ। তা আসছে। এখন তো মেলা চলছে। লোক তো আসবেই"।
গণপতিবাবু মাথা নাড়লেন, "ঠিক কথা। এখন অনেক রকম মানুষ আসবে। তোরা খেয়াল রাখিস। নজর রাখবি। বাইরের লোকজন খুব বেশি গ্রামের ভেতরে এলে সবাইকে সতর্ক থাকতে হয়। তারা যেন ঠিক করে ট্যাক্স দেয়, তার দায়িত্বও তো নিতে হবে"।

পরাগ বলল, “সে তো নিতেই হবে। ও নিয়ে চিন্তা করতে হবে না। আর এদিক সেদিক লুকোনো টাকাগুলো কী করবো দাদা?”
গণপতি বললেন, “যত্ন করে রেখে দে। যেখানে যে টাকা দরকার পড়ে, আগেই কোন কিছু না ভেবে হুট করে খরচ করে ফেলবি না। অনেক হিসাব করতে হবে। খাতা কলম নিয়ে বসতে হবে। আমাকে আবার নতুন করে সব টাকা জমাতে হবে”।
পরাগ অবাক হয়ে দাদার দিকে তাকিয়ে বলল, “কত টাকা জমাতে হবে?”
গণপতি দেখলেন জেলার তার দিকেই আসছেন। তিনি সঙ্গে সঙ্গে তার কণ্ঠস্বর পাল্টে নিয়ে বললেন, “সৎপথে উপার্জন করা অর্থের বাইরে যে টাকা পাওয়া যায়, তা নিয়ে আনন্দ করা উচিত না। তা যার টাকা, তাকেই দিয়ে দেওয়া উচিত। তুই যা। আমার কিছু ভাল লাগছে না। মনটা কেমন কু গাইছে”।
পরাগ অবাক হয়ে গণপতির দিকে তাকালো। তার দাদা কি পাগল হয়ে যাচ্ছে? রকম সকম দেখে সেরকমই মনে হচ্ছে বটে।
ভারাক্রান্ত মনে পরাগ জেল থেকে বেরোল। গণপতি তার সেলে ফেরত যাবার পথে দেখলেন সকালের লোকটা তার দিকে হাসি হাসি মুখে তাকিয়ে আছে। লোকটাকে তিনি কোনদিন দেখেন নি। তবে লোকটার কথা শুনে মনে হয়েছে এ মিথ্যে আশা দেওয়ার লোক না। তাকে যখন বলেছে জেল থেকে বের করে নিয়ে যেতে পারবে, তখন ভরসা করে দেখাই যায়।
নিজের সেলে ফেরত এসে গণপতি দেখলেন মেঝেতে একটা মোহর পড়ে আছে। তার চোখ দুটো চকচক করে উঠল। এই তো, এরকম খান কয়েক পেলেই তো তার সব ক্ষতি উঠে আসবে।
ঝাঁপিয়ে পড়ে মোহরটা হস্তগত করলেন তিনি।
#
রাতে গৌরীনাথের ঘুম এল না। বার বার গবার কথা মনে পড়ছিল। বনের মধ্যে অনেকরকম বিপদ থাকতে পারে, তার উপর গবা আবার কাদের কথা বলছিল। তারা তাদের গ্রামে এসে কী কী ঝামেলা করতে পারে সে কিছুতেই বুঝে উঠতে পারছিল না।
একসময় সে উঠে বসে পড়ল। ঘড়িতে রাত একটা বাজে। এতক্ষণে নিশ্চয়ই সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে।
গৌরীনাথ পকেটে টর্চ নিয়ে সন্তর্পণে ঘর থেকে বেরিয়ে তার সাইকেল নিয়ে বেরিয়ে পড়ল।
নিশুতি রাতে গ্রামের সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে। মেলার মাঠের শব্দেরা থেমে গেছে। পোড়ো বাড়ির কাছে এসে সাইকেল রেখে সে জঙ্গলের ভিতর হাঁটতে শুরু করল।
মাঝে মাঝে টর্চ জ্বেলে সে রাস্তা ঠাহর করার চেষ্টা করতে লাগল। জঙ্গল এখানে ঘন হতে শুরু করেছে।
কিছুটা আসার পর গৌরীনাথের মনে হল সে পথ হারিয়ে ফেলেছে। বুকটা ঢিবঢিব করতে লাগল।
সে ডাক দিল, “গবাদা, ও গবাদা”।
কানের কাছে কে যেন ফিসফিস করে উঠল, “আ মোলো যা। এভাবে গলা ছাড়তে আছে? কাছে পিঠে কে আছে না জেনেই চিৎকার জুড়ে দিলে?”
গৌরীনাথ ফিসফিস করল, “পাঁচুদা? আমি কী করে জানবো কে আছে”?
গলাটা বলে উঠল, “অনেকেই আছে। সবাই তাকে খুঁজছে। তুমি আলো জ্বেলো না। একবারে নাক বরাবর হেঁটে চলো তো বাছা। কাউকে দেখতে না পেলেও জেনে রেখো এখানে অনেকেই তোমার চারপাশে আছে। ভয় পেও না। শুধু হেঁটে যাও”।
গৌরী চারদিকে তাকিয়ে দেখল। নাহ। কেউ আছে বলে তো মনে হচ্ছে না।
পাঁচু বুঝল গৌরী কী বলতে চাইছে। বলল, “যেটা বোঝো না, সেটা এখন বোঝার চেষ্টা করে লাভ নেই। নাক বরাবর হাঁটতে থাকো”।

গৌরী মাথা নেড়ে “আচ্ছা” বলে হাঁটতে শুরু করল। পাঁচুই তাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যেতে লাগল। অন্ধকারে কিছুই দেখা যাচ্ছে না। পায়ের মধ্যে জঙ্গলের ঝোপ, আগাছা এসে লাগছে। সব কিছু অগ্রাহ্য করে ঘোরের মধ্যে গৌরী অনেকক্ষণ ধরে হাঁটার পর দেখল জঙ্গলের মধ্যে কারা মশাল জ্বালিয়েছে। অনেক লোক ভিড় করে তার দিকেই তাকিয়ে আছে। তাদের চোখ জ্বলজ্বল করছে।
গৌরীনাথ অবাক হয়ে বলল, “একী? আমি কোথায় এলাম? কোথায় নিয়ে এলে আমায়?”
পাঁচু বলল, “তোমার এখানেই আসার ছিল। দিয়ে গেলাম। এবার আমি যাই”।
গৌরী অনেক করে ডাকলো। পাঁচুর গলার স্বর আর পাওয়া গেল না।
গৌরী দেখল লোকগুলো তার দিকে ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে।

১২
শম্ভু ঘুমাচ্ছিল। হঠাৎ কে যেন তাকে ঠেলে তুলে দিল।
সে তড়িঘড়ি উঠে দেখল তার সামনে গবা তান্ত্রিক বসে আছে।
শম্ভু অবাক হয়ে বলল, “তুমি?”
গবা বলল, “পোড়োবাড়ির জঙ্গলে যাও শিগগিরি। বড় বিপদ। ওরা এসে পড়েছে”।
শম্ভু বলল, “কার বিপদ?”
গবা বলল, “সবার বিপদ। সবার। যাও। রাজা বাবু এসে গেছে”।
শম্ভু বলল, “সেই লোকটা, যে রাজ পোশাক পরে ঘুরে বেড়ায়?”
গবা হঠাৎ করে অদৃশ্য হয়ে গেল।
শম্ভু দু হাত দিয়ে নিজের দু চোখ কচলালো। এ আবার কী? এরকম তো সে কোনদিন দেখে নি? গবার সম্পর্কে এতদিন ধরে যা যা শুনেছে, তার সবই সত্যি নাকি?
শম্ভু বিছানা থেকে উঠে হাতে একটা শক্ত লাঠি নিয়ে রাস্তায় বেরোল।
কিছুটা যেতেই তার চোখে পড়ল সেই লোকটা, যাকে সে বলেছিল তার অনেক সম্পত্তি লাভ হবে। তাকে দেখে সে বলল, “আপনি এখানে?”
লোকটা কেমন সম্মোহিত চোখে তাকে দেখল। উত্তর দিল না। শম্ভু বুঝল এ লোকটা উত্তর দেওয়ার অবস্থায় নেই।
আরেকটু হাঁটতেই সে দেখল গণপতিবাবুও জোরে হেঁটে চলেছেন।
শম্ভু ডাকল, “স্যার, আপনি জেলে ছিলেন না?”
গণপতিবাবু তার দিকে হাসি হাসি মুখে তাকিয়ে বললেন, “কারার ওই লৌহকপাট, ভেঙে ফেল কর রে লোপাট, রাজাবাবু ডেকেছে, রাজাবাবু ডেকেছে। এখন সব কাজ ফেলে তার কাছে যেতে হবে। চলে এসেছি জেল থেকে পালিয়ে। রাজাবাবু যখন ডেকেছে, খাজনা তো দিতেই হবে”।
রাস্তায় একে একে কুলি রামরিখ, হরিপদ বসাক, ভব লাহিড়ী, শহরের খান চারেক ষণ্ডা গুণ্ডা লোক, সবার সঙ্গেই দেখা হয়ে গেল। তাদের সবার হাতে একটা করে মোহর। তারা মোহাবিষ্টের মত জঙ্গলের দিকে হেঁটে চলেছে।
পোড়ো বাড়ির জঙ্গলে এসে শম্ভু গৌরীনাথের সাইকেলটা দেখে বিস্মিত হল। মনে মনে বলল, “এখানে গৌরী কী করছে? তাও এতো রাতে? নাহ, বেশি ভেবে লাভ নেই। আমি বরং জঙ্গলে ঢুকে দেখি”।
শম্ভু জঙ্গলের ভিতর রওনা দিল।
#
পরাণ গান ধরেছে। চারদিকের লোকেরা তার গান শুনে প্রবল উৎসাহে “আহা উঁহু” করছে।

পরাণ উৎসাহিত হয়ে আরো বেসুরো গাইছে।
পরাণের গানের গুঁতোতেই গৌরীনাথের ঘুম একপ্রকার ভেঙে গেলে। লোকগুলোকে দেখে ভয়ে জ্ঞান হারিয়ে মাটিতে পড়ে ছিল সে।
উঠে বসলেও কেউ তার দিকে ফিরেও তাকালো না। কত অজানা অচেনা লোক চারদিকে। মশালের আলোয় দেখা গেল একজন লোক জরির পোশাক পরে সিংহাসনে বসে আছে। তার পায়ের কাছে গবা পড়ে আছে। পরাণের গান শেষ হতেই লোকটা এক গাদা মোহর পরাণের দিকে ছুঁড়ে দিল। পরাণ সেগুলো কুড়িয়ে নিয়ে আবার গান ধরতে যেতেই লোকটা হাত তুলে তাকে বারণ করল, "থামো এবার"।
পরাণ ব্যাজার মুখে গান থামাল।
লোকটা বলল, "অনেকদিন পরে গোলোকপুরে এসে ভাল লাগছে"।
সবাই হই হই করে উঠল, "ভালো লাগছে। ভালো লাগছে। জয় রাজা অনঙ্গনাথের জয়"।
গৌরী বুঝল এই লোকটাই তবে রাজা অনঙ্গনাথ। এরকম পোশাক পরে আছে কেন? লোকটার চোখ মুখ কেমন অস্পষ্ট। খানিকটা দেখা যাচ্ছে, খানিকটা নয়। অসম্পূর্ণ একটা মুখ।
রাজা অনঙ্গনাথ বলল, "এবার মজা দেখার সময়"।
সবাই চিৎকার করে উঠল, "ভারি মজা। ভারি মজা"।
রাজা বলল, "এই পৃথিবীর লোভী মানুষ, তোরা গোল্লায় যা"।
রাজা মাটির উপর পদাঘাত করল। তার সামনের মাটি সরে গিয়ে বড় একটা খাদ তৈরি হল।
রাজা চোখ বন্ধ করে ডাকল, "আয় আয়, আয় রে যত মোহর লোভীর দল, আয়, সব তোরা আয়"।
সবার আগে এল রামরিখ। মানুষের ভিড়ে দাঁড়িয়ে ছিল সে। রাজার ডাক শোনার সঙ্গে সঙ্গে ছুটে এসে খাদের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ল।
তারপর এল হরিপদ, গণপতিবাবু, ভব লাহিড়ী, তারক আর তার দলবল। এক একজন খাদে পড়ছে, আর সবাই হৈ হই করে উঠছে।
গৌরীনাথ অবাক হয়ে দেখল ধীরে ধীরে রাজার চোখ মুখ স্পষ্ট হয়ে উঠছে।
রাজা বলল, "সব মানুষ লোভী হয়ে গেছে। পরদ্রব্য দেখা মাত্রই তারা তা দখল করে নিচ্ছে। এদের আমি পরীক্ষা করছিলাম। এরা সবাই এই পরীক্ষা ফেল করেছে। আর, এই যে, আমি এই ছেলেটাকে একটা পাথর দিয়ে গেছিলাম। বলেছিলাম সামলে রাখিস। ছেলেটা কী করল? পাথর থেকে মোহর তৈরি করল। আমার যখন ফেরার সময় হল, আমায় বলল পাথরটা হারিয়ে ফেলেছে"।
সবাই হই হই করে উঠল, "হারিয়ে ফেলল। ছি ছি ছি। হারিয়ে ফেলল। ধিক ধিক ধিক"।
রাজা অনঙ্গনাথ গবার গায়ের উপর পা তুলে বলল, "তোর শাস্তি হবে। দোষীর গর্দান যাবে"।
সবাই আবার হই হই করে উঠল, "গর্দান যাবে, গর্দান যাবে"।
রাজা বলল, "ওর গর্দান আমি নিজে দেবো। এই, কে আছিস রে, তলোয়ারটা দে"।
সবাই ব্যস্ত সমস্ত হয়ে পড়ল। কয়েক মুহূর্তের মধ্যে রাজার কাছে একটা তলোয়ার চলে এল।
রাজা তলোয়ার নিয়ে নাচতে নাচতে ঘুরতে ঘুরতে বলল, "বল রে পামর, এখনও সময় আছে। তুই কোথায় ওই পাথরটা লুকিয়ে রেখেছিস?"
গবা বলল, "রাজামশাই, আপনি ওই পাথর পেলে এই পৃথিবীটাই শেষ হয়ে যাবে। আমি শুধু আমার কাজ করেছি মাত্র। এই পৃথিবীটাকে বাঁচাতে হবে যে"।
রাজা হো হো করে হেসে উঠে বলল, "জেনে গেছিস তবে? বাহ বাহ, বেশ। তা বল দেখি নিরীহ লোভী মনুষ্য শাবক, তুই এই পৃথিবী বাঁচাবি? ওরে হতচ্ছাড়া, তুই নিজে বাঁচলে তো পৃথিবীর বাঁচার কথা ভাববি। যে পৃথিবীতে এত এত লোভী মানুষ ভর্তি সেই পৃথিবী বাঁচিয়ে রেখেই বা কী হবে? তোর নিজের গ্রামের

বিনা পরিশ্রমে মোহর পেয়ে কেমন সব কিছু ভুলে গেছে। লোভী মানুষেরা এই পৃথিবীটা নষ্ট করে দিয়েছে। সবাই লোভী, তুই নিজেও লোভী। তোদের সবার শাস্তি মৃত্যু।"
রাজা তলোয়ার মাথার উপর তুলল।
গবা চোখ বন্ধ করল।
গৌরীনাথ আর পারল না। সে চিৎকার করে উঠল, "গবাদাদাকে মারবেন না। পাথর আমার কাছে আছে"।
সবাই তার দিকে তাকালো। রাজা তলোয়ার নামিয়ে গৌরীনাথের দিকে এগিয়ে এসে তাকে ভাল করে দেখে বলল, "তোর কাছে আছে? দে তবে। কোথায় রে আমাদের পৃথিবী, কোথায়? আয় আয় আয়... আমাদের পাথর পাওয়া গেছে... আমাদের চাবি খুঁজে পাওয়া গেছে।"
রাজা বলার সঙ্গে সঙ্গে আকাশ ফুঁড়ে একটা বিরাট গোলোক মাঠের মধ্যে এসে হাজির হল।
রাজা গৌরীনাথের দিকে তাকিয়ে বলল, "দে দে দে... তোর পাথর খানা দে। ওই পাথরটা আমাদের এই গোলোকে জুতে দিলেই গোলোকপুরে আবার আগের মত আমরা সবাই চলে আসবো। দে রে খোকা। শিগগিরি দে"।
সবাই চিৎকার করে উঠল, "দে দে দে দে... দে রে খোকা, দে"।
গবা হতাশ মুখে গৌরীনাথের দিকে তাকালো।
গৌরীনাথের হাত পা কাঁপছিল। তবে সে মন শক্ত করে বলল, "ও পাথর যে আমি এখানে নিয়ে আসি নি"।
রাজা বিফল আক্রোশে মাটিতে লাথি মেরে বলল, "কোথায় আছে সেটা?"
গৌরী বলল, "আমাদের পুকুরে"।
রাজা বলল, "চল। সবাই মিলে তোদের পুকুরে যাবো। চল"।
গৌরীনাথ রাজার দিকে তাকিয়ে বলল, "রাজামশাই ও পাথর আমি পুকুরে ফেলে দিয়েছি"।
রাজা বড় বড় চোখ করে গৌরীনাথের দিকে ঝুঁকে এসে বলল, "ফেলে দিয়েছিস? তোর সাহস তো কম না নেংটি ইঁদুর। তুই জানিস না ও পাথর থেকে সোনা তৈরি করা যায়?"
গৌরীনাথ বলল, "সোনা দিয়ে আমি কী করব? আমার ও সোনা লাগবে না"।
রাজা অবাক হয়ে গৌরীনাথের দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, "লাগবে না"?
গৌরীনাথ জোরে জোরে মাথা নেড়ে বলল, "না, লাগবে না। ও পাথর আমার কোন কাজে লাগবে না। কোন অলৌকিক জিনিসই আমার কোন কাজে লাগবে না। ওই পাথর দিয়ে আমি যা মোহর পেয়েছিলাম, সেগুলিও পুকুরে ফেলে দিয়েছি"।
রাজা অবাক হয়ে গৌরীনাথের দিকে তাকাল। তার হাত থেকে তলোয়ার খসে পড়ে গেল। রাজা বলল, "এখনও নির্লোভ নিষ্পাপ মানুষ এই পৃথিবীতে আছে? এটা সম্ভব?"
গৌরীনাথ শুনতে পেল কে যেন দূর থেকে বলছে, "সাবাস গৌরী, এবার রাজাকে ছুঁয়ে দে... তাহলেই খেল খতম"।
রাজা সেটা শুনতে পেলো। সে ভয় পেয়ে গোলোকটার দিকে ছুটতে শুরু করল।
গৌরীর মনে হল সে যেন ওভারের লাস্ট বলে ফিল্ডিং করছে। বলটা মাঠের বাইরে যাবো যাবো করছে। বলটা না আটকাতে পারলে তার দল গোটা ম্যাচটাই হেরে যাবে। সে ঝাঁপিয়ে পড়ে রান আটকাবার মত করে রাজার গায়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল।
মুহূর্তের মধ্যে রাজা, অতো বড় গোলোক, রাজার সাঙ্গ পাঙ্গ- সব অদৃশ্য হয়ে গেল।
গৌরীনাথ মাটিতে পড়ে যাচ্ছিল, শম্ভু ছুটে এসে তাকে ধরল, "ভাগ্যিস মনে পড়ে গেছিল এই লোকটার কপালে আবছা আবছা দেখেছিলাম নির্লোভ মানুষের ছোঁয়ায় এর ধ্বংস অনিবার্য। ভাগ্যিস"।

গবা উঠে বসে দৌড়ে এসে গৌরীনাথকে জড়িয়ে ধরে বলল, “সাবাস গৌরী, তুই আজ গোটা পৃথিবীটাকে রক্ষা করলি”।
গৌরীনাথ কাঁদো কাঁদো গলায় বলল, “কিন্তু গণপতি জ্যেঠু, রামরিখ, আর কারা কারা যে ওই খাদে পড়ে গেল। তারা তো মরে গেলো। ওরা কি আর ফিরে আসবে না?”
দূর থেকে একটা হাই তোলার শব্দ পাওয়া গেল। গণপতিবাবু মাটি থেকে উঠে বসে হাই তুলে বললেন, “বাপরে, কী ঘুমালাম রে”।
গবা বলল, “ওই দেখ, কেউ মরে নি। তুইই সবাইকে ফিরিয়ে এনেছিস”।
তারক লজ্জা লজ্জা মুখ করে উঠে দাঁড়িয়ে গবার হাত ধরে বলল, “আমাকে ক্ষমা করে দে ভাই। আমার বড় ভুল হয়ে গেছে। এবার আমি তোর সঙ্গে বসে ধর্ম কর্ম করব। আর কোনদিন পরদ্রব্যে লোভ করবো না”।
শম্ভু তারকের কপাল দেখে বলল, “হ্যাঁ, আপনার কপালে মানব সেবা লেখা আছে বটে”।
গণপতি বললেন, “আর আমার কপালে কী আছে?”
শম্ভু বলল, “আপনি জেল ভেঙে এসেছিলেন। আবার জেলভোগই আছে”।
গণপতি বললেন, “তা হোক। জীবনে শান্তি থাকলেই হল”।
পূব আকাশ লাল হতে শুরু করেছে।
পরাণ বলল, “এই সুন্দর সকালে একটা গান গাইতে হবে। আমি যে দুখান কালোয়াতি গান তুলেছিলাম, সে গানখানা গেয়ে ফেলি, কী বল ভাই গৌরীনাথ?”
কলকাতার গুণ্ডারা বোঝে নি পরাণ গান গাইলে কেমন গাইবে। তারা হই হই করে পরাণকে গান গাইবার জন্য উৎসাহ দিল। তারপর পরাণ গান ধরতেই দলবল মিলে তাকে তাড়া করল।
গৌরীনাথের মনে পড়ল আজও তার ম্যাচ আছে।
কলকাতা থেকে বড় বড় নির্বাচকেরা শুধু তার খেলা দেখার জন্য ভুবনপুরে আসবে।
সে জেনে গেছে আগের দিনে সে নিজেই রান করেছিল। কোন ব্যাট তার হয়ে রান করে দেয় নি।
তার চোয়াল শক্ত হল।
আবার কত কিছু প্রমাণ করার আছে তার।
অন্য কারো কাছে না।
শুধু নিজের কাছে...